ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-257 ■ 27 June, 2025 ■ আগরতলা ২৭ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইতিহাস গড়লেন শুভাংশু শুক্লা

প্রথম ভারতীয় হিসেবে পা রাখলেন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে

ফ্লোরিডা, ২৬ জুন ।। আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করলেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। বৃহস্পতিবার সফলভাবে ডকিংয়ের পর অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের ড্রাগন মহাকাশযানে চেপে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছলেন তিনি। হয়ে উঠলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করলেন। পরবর্তী ১৪ দিন তিনি মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করবেন এবং মাইক্রোগ্র্যাভিটি তথা অভিকর্ষহীন পরিবেশে গবেষণা চালাবেন। এই গবেষণায় তিনি নেতৃত্ব দেবেন সাতটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার, যা মোট ৬০টি নির্ধারিত পরীক্ষার মধ্যে পড়ে।

ছবি- সৌজন্যে ইসরো।

অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনটি মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা এবং ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র মধ্যে এক যুগান্তকারী সহযোগিতার প্রতিফলন। দুই দেশের যৌথ প্রচেষ্টায় পাঁচটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং দুইটি স্টেম-ভিত্তিক ইন-অরবিট ডেমোনস্ট্রেশন চালানো হবে।

ইসরো-র সংযুক্ত প্রথম ভারতীয়কে মহাকাশ স্টেশনে পাঠানো এই মিশনের মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে হওয়া এক ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো। শুধু ভারত নয়, এই মিশনের মাধ্যমে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির প্রথম মহাকাশচারীরাও আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে অবস্থান করছেন, যা তিনটি দেশের জন্যই এক গর্বের এবং ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মিশন আন্তর্জাতিক মহাকাশ সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় নতুন অধ্যায় রচনা করল।

এদিকে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে ইতিহাস গড়ার পর প্রথমবারের মতো মহাকাশ থেকে বার্তা পাঠালেন ভারতের মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের আবাসনে ভাঙচুর

রাজ্যের নানা প্রান্তে আছড়ে পড়ল কংগ্রেসের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের আবাসনে ভাঙচুরের প্রতিবাদে আজ রাজধানী আগরতলা শহরের কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা পশ্চিম থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। দলীয় কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে সরাসরি ময়দানে নামেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

এদিন কংগ্রেসের এক কর্মী বলেন, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। সারা রাজ্যে অরাজকতার মধ্যে রাজ্যবাসী রয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাই রাজ্যের আদিবাসী, এসসি, ওবিসি, সংখ্যালঘু দের উপর নানান জায়গায় অত্যাচার, এরই প্রতিবাদে আজ সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এদিকে, সুদীপ রায় বর্মনের সরকারি বাসভবনে ভাঙচুরের প্রতিবাদে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা ধর্মনগর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিনের মিছিলটি ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয়ে ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ধর্মনগর থানার সামনে পৌঁছে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, আদিবাসী, তপশিলি জাতি, ওবিসি সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসক দলের লাগাতার অপমান ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সরকারি আবাসনে হামলার চালিয়েছে বিজেপি জনজাতি মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছে জেলা কংগ্রেস কমিটি।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের সরকারি আবাসে বিজেপির উপজাতি মোর্চার হামলার প্রতিবাদে আজ তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলটি তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ইন্দিরা গান্ধীর মর্মর মূর্তির পাদদেশে এক পথ সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য,জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ, জেলা কৃষাণ কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দাস, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অতনু পাল প্রমুখ। এদিন পথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ষাটোর্দ্ধ মহিলার রেলে কাটা পরে মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ জুন।। উদয়পুর রাজধরনগর গোমতী নদীর উপর ষাটোর্দ এক মহিলা রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরন দিতে গিয়ে পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে সাব্রুম ডেমো ট্রেন যাবার সময় উদয়পুর রাজধরনগর এলাকায় ঘটে এই দুর্ঘটনা।ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেল ছয়টা নাগাদ উদয়পুর শালগড়া রাজধর নগর এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা যায় রুশিয়া বিবি ও তার বোন একসাথে রেল ব্রিজের উপর দিয়ে মামার বাড়ি থেকে

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কর্মচারীদের বদলি নীতির জন্য চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। কর্মচারীদের বদলি নীতির জন্য চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। কারোর কোন বিশেষ অসুবিধা থাকলে সেটা নিশ্চয় দেখা হবে। বর্তমান সরকার সবক্ষেত্রেই স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করে। আজ সিপাহীজলা জেলার মধুপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যের সব জায়গার উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জোর দিয়ে বলছেন যে উন্নয়ন ছাড়া কিছু হবে না। মানুষের সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর দেখা গেছে দেশের কোন জায়গায় সেভাবে উন্নয়ন হয়নি। আর ২০১৪ সালে দায়িত্ব নিয়ে ভারতবর্ষকে একটা উন্নত জায়গায়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধারালো দা কুপিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে রক্তাক্ত করলেন ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। মদমত্ত অবস্থায় ধারালো দা দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন এক ব্যাক্তি। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ নমঃশুদ্র প্রায় সময়ই মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে গিয়ে তান্ডব চালায়। কিন্তু বুধবার রাতে তিনি মদমত্ত অবস্থায় এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে ঘরে থাকা ধারালো দা দিয়ে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তান”কে আঘাত করেন। আঘাতের ফলে তাঁর স্ত্রীর ও সন্তান গুরুতর আহত হয়েছেন।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ অস্থির, স্থিতিশীলতা ফিরলে তিস্তা চুক্তি নিয়ে হবে আলোচনা : কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রী

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন ।। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়। তাই, প্রতিবেশী ওই দেশে স্থিতিশীলতা ফিরলেই তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। জাতীয় মিডিয়া সেন্টারে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান সরকারের ১১তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিস্তা নদী সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রী সি আর পাতিল।

তাঁর কথায়, বাংলাদেশে এখন পরিস্থিতি উপযুক্ত নয় এবং তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। তিস্তা নদী চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি বর্তমানে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে এলে চুক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী সি.আর. পাটিল তিস্তা নদী চুক্তি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেছেন যে, বিষয়টি বর্তমানে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি রয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন অনুকূল নয় এবং তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, যার কারণে চুক্তি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবেশী দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে এলে তিস্তা নদী চুক্তি নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের পথ সুগম হবে। এই চুক্তি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের আপত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে, যা ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

রহস্যজনকভাবে এক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। রহস্যজনকভাবে এক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় ফটিকরায় থানাধীন সায়দারপাড় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ফটিকরায় থানাধীন সায়দারপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা কাঞ্চনবাড়ি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক : কেশব পাল (৫২) নিজ বাড়ির পাশে আত্মহত্যা করেন। তিনি কাঞ্চনবাড়ি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক। তাঁদের পরিবারটি উচ্চশিক্ষিত পরিবার। তাঁর বাবা প্রয়াত কৈতকি পাল ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় শিক্ষকতা করে গেছেন অনেক সুনামের সাথে।

আরও জানা গিয়েছে, কেশব পাল বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস জনবর্জিত, জনজাতিদের মধ্যে তাঁদের কোন অস্তিত্বই নেই ঃ সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ জুন।। কংগ্রেস জনবর্জিত। কখনোই ত্রিপুরার লোকদের এবং জনজাতিদের তাঁরা ভালোবাসেনি, সম্মান করেনি। জনজাতিদের মধ্যে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্বই নেই। আজ বিজেপি ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে ঋষ্যমুখ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভায় এমনটাই বললেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর সাথে এদিন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কৃতি দেববর্মন। দীর্ঘদিন পর দুই সাংসদের একই সাথে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগদান কে কেন্দ্র করে কার্য্যকর্তাদের মধ্যে ছিল বিপুল উৎসাহ।এছাড়াও ছিলেন ঋষ্যমুখ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

৩৪৫টি রাজনৈতিক দল বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ জুন।। ভারতের নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর নেতৃত্বে এবং নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশীর উপস্থিতিতে, ৩৪৫টি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই দলগুলি ২০১৯ সাল থেকে গত ছয় বছরে একটিও নির্বাচন লড়েনি এবং এদের অফিস দেশের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ৩৪৫টি দল দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে রয়েছে। কমিশনের নজরে এসেছে যে বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ২,৮০০-এর বেশি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দলের (ট্রুডডঞ্ঝঞ্চন্দ) মধ্যে অনেক দল এমন রয়েছে যারা এই তালিকায় থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন দেশব্যাপী একটি বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে এমন ৩৪৫টি দলকে চিহ্নিত করেছে। যেন কোনো দল

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৭ জুন, ২০২৫ ইং
১২ আষাঢ়, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা

আজ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম উৎসব রথযাত্রা।এর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। রথযাত্রা আষাঢ় মাসে আয়োজিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উৎসব। ওড়িশা , ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে এই উৎসব বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের স্মরণে এই উৎসব আয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ভারতের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রথযাত্রা ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের রথযাত্রা। পুরীর রথযাত্রার মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসে আছে লোকগাথা আর পুরাণের বর্নিত কাহিনি। সেই সঙ্গে রহিয়াছে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও তাহার রীতি নীতির বর্ণনা।পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত।কৃষ্ণ তাহার ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবিভূর্ত হইয়া পুরীর সমুদ্রতটে ভাসিয়া

আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়া তাহার মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন। মূর্তিনির্মাণের জন্য রাজা একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করিতে থাকেন। মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত। কৃষ্ণ তাহার ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবিভূর্ত হইয়া পুরীর সমুদ্রতটে ভাসিয়া আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়া তাহার মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন। তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিল্পী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন সময় চাহিয়া নেন। সেই কাষ্ঠশিল্পী রাজাকে জানাইয়া দেন মূর্তি নির্মাণকালে কেউ যেন দরজা না খোলে। দরজা বন্ধ করিয়া শুরু হয় মূর্তি নির্মাণের কাজ।রাজা ও রানি সহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া ওঠেন। প্রতিদিন হরা বন্ধ দরজার কাছে যাইতেন এবং শুনিতে পাইতেন ভিতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে। ৬-৭ দিন বাদে যখন রাজা বাইরে দাঁড়াইয়াছিলেন এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হইয়া যায়। রানি কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। দেখেন মূর্তি তখনও অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত।পুরাণ মতে মনে করা হয় এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। মূর্তির আদল তৈরি ভিদেও তখনও হাত-পা নির্মিত হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে রাজা বিমর্ষ হইয়া পড়েন। কাজে বাধা দানের জন্য অনুতাপ করিতে থাকেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তি পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত স্বরূপ।রথযাত্রার দিন পুরীর জগন্নাথ মন্দির সহ দেশের সকল জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র মূর্তি মন্দির বাহিরে সর্বসমক্ষে বাইরে আনা হয়। তাহার পর তিনটি সুসজ্জিত রথে বসাইয়া দেবতাদের পুজো করিয়া রথ টানা হয়। পুরীতে রথ টানতে প্রতি বছর লক্ষাধিক পূণ্যার্থীর সমাগম হয়। এখানে তিন দেবতাকে গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। পুরীতে বছরে এই একদিনই অহিন্দু ও বিদেশীদের মন্দির চত্বরে আসিয়া দেবদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। পুরীতে যে রথগুলি নির্মিত হয় তাহাদের উচ্চতা ৪৫ ফুট। আমাদের রাজ্য জগন্নাথ জিও মন্দির, ইসকন মিশন, হরে কৃষ্ণ মন্দির, মেলাঘর সহ রাজ্যের সর্বত্রই ধর্মীয় ভাবমন্দির পরিবেশে রথযাত্রা উৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইয়াছে।

পর্যাপ্ত শিক্ষকের দাবীতে পথ অবরোধে সামিল ছাত্র ছাত্রীরা

আগরতলা, ২৬ জুন : পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার দাবীতে এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দৈনন্দিন সমস্যা নিরসনে পথ অবরোধে বসতে বাধ্য হলো বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাতে, সাপ্তাহিক হাটবারে পথ অবরোধের সংবাদ পেয়েই দ্রুত অবরোধ স্থলে ছুটে গিয়েছে বিদ্যালয় পরিদর্শক।

জানা গিয়েছে, ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ডুম্বুরনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনস্থ সিংহভাগ বিদ্যালয়েই রয়েছে যথেষ্ট শিক্ষক স্বল্পতা। আবার কিছু কিছু বিদ্যালয়ে খাতায় পত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা থাকলেও সিংহভাগ শিক্ষক শিক্ষিকারাই বিদ্যালয় মুখো হন না। বহু বিদ্যালয়ে নেই পানীয় জলের পরিষেবা ফলে বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পানীয় জলের তেষ্টা মেটাতে হাহাকার পরিলক্ষিত হয়। বহু বিদ্যালয়ে নেই খেলা ধুলার মাঠ এবং খেলার সরঞ্জাম। বহু সমস্যায় জর্জরিত এমন একটি বিদ্যালয় গন্ডাছড়া মহকুমা সদর সংলগ্ন দুর্গাপুরের আনন্দমোহন রোয়াজা দশমমান বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় দুইশ আশি জন। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র সাত জন এরমধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের ইনচার্জ দীপক সাহা। দীপক সাহা রাজধানীর ইন্দ্রনগরের শরীফুল হাসানের খুনের ঘটনার মাস্টার মাইন্ড হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পর তিনি বর্তমানে হাজতবাসে রয়েছেন।

সম্প্রতি উক্ত বিদ্যালয়ের ভালোমানের শিক্ষক হিসাবে পরিচিত সঞ্জিত দাসকেও বদলি করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার মাঝেও শিক্ষক সঞ্জিত দাসকে বদলি করে নেওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। বারবার উক্ত বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা বিদ্যালয় পরিদর্শককে জানিয়েও কোন কাজের কাজ কিছুই না হওয়ায় বৃহস্পতিবার উক্ত বিদ্যালয়ের পার্শবর্তী বিওসি-র সামনে মূল রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা পথ অবরোধে বসে। গন্ডাছড়া সদর বাজারের সাপ্তাহিক হাটবার ছিল বৃহস্পতিবার। পথ অবরোধের ফলে সকাল সাড়ে ছয়টা থেকেই ওই রাস্তাটি বন্ধ হয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে পড়ে বিওসি -র তেল প্রদান পরিষেবা। বিপাকে পড়ে যায় যান চালকরা।

এদিকে খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান আইএস থাইসা মগ। সাথে সাথে খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের। দীর্ঘ দুই ঘন্টার আলোচনা শেষে আগামী শনিবারের মধ্যে শিক্ষক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে পথ অবরোধ তুলে নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা, ২৬ জুন : রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু ত্রিপুরাবাসীর প্রতি উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, ”রথযাত্রা রথের উৎসব হিসেবে পরিচিত। এই উৎসব মূলত ওড়িশা রাজ্যের পুরীতে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উদযাপিত হয়ে থাকে। এই উৎসবের মাধ্যমে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার গুন্ডিচা মন্দিরে যাওয়ার বার্ষিক যাত্রাকে উদযাপন করা হয়। রথযাত্রা এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক উৎসব। এই উৎসব একতা, সমতা এবং ভগবান ও ভক্তের মধ্যে বন্ধনের প্রতীক।”

রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন এই উৎসব রাজ্যবাসীর জন্য আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ বয়ে নিয়ে আসবে।

পবিত্র রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”রথযাত্রা শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উৎসব ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতির বার্তা বহন করে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন, যা ত্রিপুরার ঐক্য ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভগবান জগন্নাথদেব, বলরাম এবং দেবী সুভদ্রার এই মহিমান্বিত যাত্রা আমাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক এই প্রার্থনা করি। এই উৎসব আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য ও ভালোবাসার বন্ধন আরও সুদৃঢ় করুক। উৎসব আনন্দমুখর হোক।”

ট্যাক্সিওয়েতেই ফ্লাইটের এসি কাজ করছিল না

হীরক কর

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আমেদাবাদ থেকে ওড়া ফ্লাইটটির এসি শুরু থেকেই ঠিকমত কাজ করছিল না। ২৪২ জন যাত্রী ছিল লন্ডনগামী বিমানে। টেক-অফের পরেই দুর্ঘটনা ঘটে। এই বিমান দুর্ঘটনায় ২৭৯ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে, একটি পরিবারে ছিল ৫১ বছর বয়সী প্রৌঢ়া ইয়াসমিন ভোহরা, তাঁর ভাইপো পারভেজ ভোহরা এবং ভাইপোর ৪ বছর বয়সী মেয়ে জুভেরিয়া। ইয়াসমিনের দুই সন্তান ৫০৬ মাস ধরে লন্ডনে থাকেন। তাঁদের স্ত্রীরা অন্তঃসত্ত্বা বলে দেখতে যাচ্ছিলেন ইয়াসমিন। ইয়াসিন তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিনকে আমেদাবাদ বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। ইয়াসিন জানান, “টেক-অফের ঠিক আগে ইয়াসমিন আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে এসি কাজ করছে না এবং অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে। শুনে আমি তাঁকে বলেছিলেন একটু পরেই চালু হবে”। আর টেক-অফের পরেই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার পর থেকেই বলা হচ্ছিল, বিমানের ইঞ্জিনে পাখির ধাক্কার কারণে বিপর্যয়। তবে সেই দাবি ছাপিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, গাফিলতির কারণেই এতগুলো প্রাণ গেল। জাতীয় অ্যারোস্পেস ল্যাবরেটরিজ (এনএএল)-এর প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর শালিগ্রাম জে মুরলীধর একে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিমান দুর্ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্য ফুয়েল কনট্যামিনেটেড। বা জ্বালানি দূষণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা বিমানের দুটি ইঞ্জিনের একসঙ্গে বিকল হওয়ার পিছনে মূল কারণ হতে পারে। মুরলীধর বলেছেন, বোয়িং ড্রিমলাইনার একটি অত্যাধুনিক এবং সর্বাধিক সুরক্ষিত বিমান। এমন প্রযুক্তিনির্ভর বিমানে দুটি ইঞ্জিনের একসঙ্গে থ্রাস্ট লস সাধারণত দেখা যায় না, যদি না জ্বালানিতে দূষণ থাকে।’ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিমানের জ্বালানি দূষণ মানে হল বিমানে যে জ্বালানি ব্যবহার হয়, সাধারণত অ্যাভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলে (এটিএফ) অন্য কোনও পদার্থ মিশে থাকে। তা বৃষ্টির জল, অপরিষ্কৃত ট্যাঙ্ক থেকে মিশে যাওয়া ধুলো ময়লা, জৈব পদার্থ বা ব্যাকটেরিয়া (দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত জ্বালানিতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে), অন্য রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ডিজেল বা পেট্রল ভুলবশত মিশে যাওয়া, ট্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ ক্ষয় থেকে লোহাচূর্ণ বা মরচে মিশে যাওয়া। এই জ্বালানি দূষণ বিমানের ইঞ্জিনে মারাত্মক সমস্যার কারণ হতে পারে, এবং অনেক সময় তা দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেয়। কারণ, জ্বালানি ঠিকভাবে ইঞ্জিনে পৌঁছতে পারে না। ফুয়েল লাইন ব্লক হয়ে যায়। ফলে মাঝ আকাশে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাঝ আকাশে বিমানে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে। জ্বালানি দূষণ শনাক্ত করতে বিমানবন্দরে এবং মেনটেন্যান্স পয়েন্টে কিছু স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিটি বিমানে উড়ানের আগে স্যাম্পল টেস্ট করা হয়। মনে রাখতে হবে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে পাইলট “মে-ডে” বার্তায় বলেছিলেন, “ইঞ্জিনে প্লাস্ট নেই, শক্তি হারাচ্ছি, বিমানটি তুলতে পারছি না।” এর অর্থ ইঞ্জিনে ঠিকভাবে জ্বালানি পৌঁছচ্ছিল না। কনট্যামিনেটেড ফুয়েল, “ক্লোগড ফিলটার্স” অথবা ফুয়েল প্রেশার রেগুলেটর ফেলিওর যদি দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হয়, তবে প্রশ্ন উঠছে, জ্বালানি পরীক্ষায় কার গাফিলতি ছিল? মুরলীধরের মতে, এখন মূল গুরুত্ব পাওয়া উচিত ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর) ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর)-এর ডেটা বিশ্লেষণের দিকে। এই তথ্যগুলো থেকেই বোঝা যাবে পাইলটের শেষ মুহূর্তের কথোপকথন, ইঞ্জিনের অবস্থা ও বিমানের উচ্চতা বা গতি সংক্রান্ত তথ্য। দুর্ঘটনার প্রকৃতি বিচার করে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, পাখির ধাক্কা লাগলেও দুটি ইঞ্জিন একসঙ্গে বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু এখানে সেটাই ঘটেছে। এর অর্থ, এখানে আরও গভীর কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা জ্বালানি দূষণের সম্ভাবনা রয়েছে। এআই-১৭১ ফ্লাইটে প্রায় ৩৫ টনের বেশি জ্বালানি ছিল লন্ডন পৌঁছনোর জন্য। সেই জ্বালানির দূষণই যদি ঘটিয়ে থাকে ইঞ্জিন থ্রাস্ট লস, তবে এটি স্পষ্টতই গ্রাউন্ড টেকনিক্যাল টিম ও কোয়ালিটি কন্টোল বিভাগের গাফিলতি। ক্যাপ্টেন সুমিত সাবারওয়াল, যিনি লাইন ট্রেনিং ক্যাপ্টেন হিসাবে ৮,২০০ ঘণ্টার উড়ানে অভিজ্ঞ এবং সহকারী ফার্স অফিসার ক্লাইভ কুন্দার, যাঁর ফ্লাইং আওয়ার ছিল ১,১০০- এত অভিজ্ঞ পাইলটদের পক্ষেও বিমানটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, বহু স্তরে প্রস্তুতির ঘাটতি ছিল কি না?

দুপুর ১টা ৩৯ মিনিটে বিমানটি রানওয়ে ২৩ থেকে ওড়ে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ার ট্রাফিক কন্টোল (এটিসি)-তে “মেডে” বার্তা আসে, কিন্তু পরবর্তী কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। বিমানটি বিমানবন্দর এলাকা পেরোনোর আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ আগুনের গোলায় পরিণত হয়। এই দুর্ঘটনা ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা ব্যবস্থার এক ভয়াবহ ত্রুটির প্রতিফলন বলে মনে

করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরাই প্রশ্ন তুলছেন, জ্বালানির মান পরীক্ষার নিয়ম কি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল? কী কারণে এত আধুনিক বিমান একেবারেই উচ্চতা না পেয়ে ভেঙে পড়ল? বোয়িং সংস্থা ও এয়ার ইন্ডিয়ার অভ্যন্তরীণ নজরদারি কোথায় ছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে আরও বিস্তৃত ও স্বচ্ছ তদন্ত এখন সময়ের দাবি। কারণ এই দুর্ঘটনা শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত নয়, এটি “গাফিলতি ও নজরদারির চূড়ান্ত ব্যর্থতার প্রতীক” হয়ে উঠেছে।

যেকোনো বিমান দুর্ঘটনার পর তদন্তের জন্য প্রথমেই ব্ল্যাক বক্সের খোঁজ করা হয়। কারণ এই ব্ল্যাক বক্সে ফ্লাইটের যাবতীয় তথ্য এবং ককপিটে পাইলট, কো-পাইলট ও অন্যদের কথোপকথন স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হয়ে থাকে। ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর) ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর)- এই দুটি ব্ল্যাক বক্সে থাকে প্লেনের পেছনের দিকে। পাইলটদের হেডসেট ও ককপিটের মাঝামাঝি স্থানে থাকে প্রায় চারটি মাইক্রোফোন। ওদের কাজ হলো সেখানকার কথোপকথন রেকর্ড করে পেছনের ব্ল্যাক বক্সে জমা করা। আধুনিক মডেলের সিভিআরে শেষ দু’ঘণ্টা পর্যন্ত কথাবার্তা রেকর্ড থাকে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ব্ল্যাক বক্সের বিভিন্ন তথ্য থেকে শেষ মুহূর্তের পরিস্থিতি জানা যায়। এভাবে দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনের মাধ্যমে পরবর্তীকালে ওই ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর উপায় বের করা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া সম্ভব, ব্ল্যাক বক্স তাই খুব জরুরি। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটটির ব্ল্যাক বক্স প্রায় অক্ষত বলে জানা গেছে। তাই এতে থাকা তথ্য ভারতেই বের করা হবে। সাধারণত তথ্য বের করার জন্য ব্ল্যাকবক্স ইঞ্জিন প্রস্তুতকারকদের কাছে পাঠানো হয়। তথ্য বের করার জন্য আমেরিকায় বিমান নির্মাণকারী সংস্থা বোয়িং-এর সদর দফতরে পাঠাতে হতো। কিন্তু ব্ল্যাকবক্স অক্ষত থাকায় তার আর প্রয়োজন হবে না। বিমানের প্রথম ব্ল্যাকবক্সটি ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয়টি রয়েছে বিমানের লেজের অংশে। বোয়িং ১৭১-এ আছে ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। উদ্ধার করা ব্ল্যাক বক্সে কেবল ককপিট থেকে ভয়েস রেকর্ডিংই নয় সেই সঙ্গে বিমানের ভেতরের প্রতিটি কার্যকলাপের তথ্য রয়েছে। এর মধ্যে পাইলটরা কোন বোতাম টিপেছিলেন এবং তাঁরা কোন লিভারগুলোতে চাপ দিয়েছিলেন সেইসব তথ্যও রয়েছে। বিমান আবিষ্কারক রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে বিমানের পাখার ঘূর্ণন সম্পর্কিত রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উন্নত ধরনের ব্ল্যাক বক্সের প্রচলন হয়। ব্ল্যাক বক্সগুলো এমনভাবে তৈরি যে আগুন, জল, চাপ, তাপ বা আঘাতে সহজে নষ্ট হয় না। দুর্ঘটনায় বিমান হয়তো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, আগুনে পুড়ে যায় বা জলে ডুবে যায় কিন্তু ব্ল্যাক বক্স টিকে থাকে।

নামে ব্ল্যাক বক্স হলেও এর রং কিন্তু কালো নয়। সাধারণত এটি উজ্জ্বল কমলা রঙের, এর গায়ে থাকে প্রতিফলক ফিতা (রিফ্লেক্টিভটেপ), যার ওপর আলো পড়লে জ্বল জ্বল করে প্রতিফলিত হয়। দুর্ঘটনার পর সহজে যেন খুঁজে পাওয়া যায় সে জন্য এই ব্যবস্থা। রং কালো না হওয়া সত্ত্বেও কেন ব্ল্যাক বক্স নাম হলো তার দুটি কারণ থাকতে পারে। হয়তো প্রথম দিকে এর রং সত্যিই কালো ছিল, সেখান থেকেই তার নাম ব্ল্যাক বক্স, পরে সুবিধার জন্য হয়তো উজ্জ্বল কমলা রঙের করা হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে যে, প্রায় ক্ষেত্রে যেহেতু দুর্ঘটনার পর পুড়ে, দুমড়ে-মুচড়ে কালো রং ধারণ করে তাই এর নাম ব্ল্যাক বক্স হয়েছে। ২০১০ সালের ২২ মে। দুবাই থেকে আসা বোয়িং ৭৩৭ যাত্রীবাহী বিমানটির ম্যাঙ্গালোরে অবতরণ আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। কিন্তু সেই অবতরণেই আগে ঘটে যায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভেঙে পড়ে গোটা বিমানটি। দুর্ঘটনা ঘটবে বুঝতে পেরে ফার্স অফিসার “গো-অ্যারাউন্ড” কল দিয়েছিলেন। এই কলে ল্যান্ডিং অ্যাবট করে (অর্থাৎ অবতরণ না করে) এয়ারপোর্টের চারপাশে এক পাক খেতে হয়। তারপর ফের অবতরণের প্রস্তুতি নেওয়ার নিয়ম। ফার্স অফিসারের কথায় কান দেননি ক্যাপ্টেন। অস্থিরভাবেই অবতরণের চেষ্টা করেন। বিমানটি রানওয়ে থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় এবং বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে যায়। বিমানে থাকা ১৬৬ জন যাত্রী এবং কর্মীদের মধ্যে ১৫৮ জন নিহত হন। মাত্র আটজন প্রাণে বাঁচেন। এটি ছিল এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের প্রথম মারাত্মক দুর্ঘটনা।

১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি। বোম্বে থেকে দুবাই যাচ্ছিল এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ৮৫৫। বোয়িং ৭৪৭ বিমানটি টেক অফ করার দুই মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ভেঙে পড়ে সমুদ্রে। বান্দ্রা উপকূল থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে আরব সাগরে ভেঙে পড়ে গোটা বিমান। বিমানে থাকা ২১৩ জন যাত্রী এবং ক্রু নিহত হন। দুর্ঘটনার তদন্তে দেখা যায়, যে, বিমানের একটি যন্ত্রের ব্যর্থতার কারণে ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। যার ফলে তিনি বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর। ভারতের দিল্লি থেকে সৌদি আরবের ধাহরান যাচ্ছিল বোয়িং ৭৪৭ এয়ারক্র্যাফটের সৌদিয়া ফ্লাইট ৭৬৩। অন্যদিকে কাজাখস্তানের চিমকেন্ট থেকে দিল্লি ফিরছিল কাজাখস্তান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৯০৭। দিল্লির প্রায় ১০০ কিলোমিটার পশ্চিমে হরিয়ানার চরখি দাদরি শহরের উপর দুই ফ্লাইটের সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় উভয় বিমানের ৩৪৯ জন যাত্রী নিহত হন। এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক মিড-এয়ার (মধ্য-আকাশ) সংঘর্ষ বলে মনে করা হয়। এ যাবৎ ভারতে ঘটা সবচেয়ে মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনা ছিল এটি। তদন্তের পর জানা যায়, কাজাখের বিমান সঠিক উচ্চতা বজায় রাখতে পারেনি। তাদের ব্যর্থতার কারণেই এই সংঘর্ষ ঘটে। ইংরেজি ভাষার দুর্বলতার কারণে কাজাখ বিমানটি এটিসি (এয়ার ট্রাফিক কন্টোল)-এর নির্দেশ বুঝতে পারেনি।

এবার আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত কোনো কারণ পাওয়া যায়নি। ব্ল্যাকবক্স ওপেন করা হলে প্রাথমিকভাবে জানা যেতে পারে বিমান দুর্ঘটনার কারণ। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে গাফিলতির সঙ্গে সঙ্গে এর পিছনে নাশকতাও কাজ করছে। এর জন্য পড়শিদেশের চক্রান্তকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চা ছিল দেশসেবারই অঙ্গ

স্বপনকুমার মণ্ডল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে “বঙ্গদর্শন” সম্পাদনায় সামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠকসমাদর লাভ করেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর “দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা” ও “মৃণালিনী” উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ছাপান্ন বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। শিল্পীসুলভ সহৃদয়তার পাশাপাশি সম্পাদকসুলভ নির্মমতাকে বজায় রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌত্রিশ বছরে অভিভাবকের ভূমিকা অত সহজে নন্দিত বা বন্দিত হয়নি। তাঁর সেই ভূমিকায় অকালপক্ব জ্যাঠামশাইয়ের খবরদারি মূর্তিটি অসূয়াপ্রবণ বাঙালিমানসে আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠে এসেছিল। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় লেখক ও সম্পাদকের দ্বৈত ভূমিকায় অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিলেন, তা তাঁর জনমানসে সাহিত্যসম্রাট থেকে “ঋষি” উপাধিতেই প্রতীয়মান। কিন্তু সেই উপাধি-পরিচয়ে যেভাবে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈরথে তাঁর ভাবমূর্তিটি বাঙালিমানসে বিতর্কের অবকাশে উচ্চকিত হয়েছে, সেভাবে সব্যসাচী প্রকৃতিতে অভিভাবকত্বের বিষয়টি উঠে আসেনি। অথচ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির সার্বিক বিকাশে স্বদেশহিতৈষী মানসিকতায় তার সেবাপরায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিভাবকসুলভ ভূমিকাটি শিল্পী বনাম নীতিবাগীশ বিতর্কে সংগোপনে রয়ে গেছে। সেখানে তাঁর সাহিত্যসম্রাটের উষ্ণীষের ভারে ও খঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের ধারে সেই অভিভাবকত্বের মান্যতা বাড়তি কোনো স্বতন্ত্র মূল্যে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেনি। সব্যসাচী সম্পাদকের সঙ্গে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখার বাতিক সেক্ষেত্রে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পরিচয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদকীয় সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সম্পাদকের পরিবর্তে অভিভাবকসুলভ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় প্রথম থেকেই সচল চিল। এজন্য তাঁর মধ্যে শাসন ও সোহাগের পাশাপাশি গড়ে তোলার সদিচ্ছা তাঁকে সদা সক্রিয় রেখেছিল। আদর্শ শিক্ষকের মতো “ফ্রেন্ড-ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড”-এর ভূমিকায় তাঁর সেই অভিভাবকত্ব আপনাতেই সম্পাদকের স্থলে শিক্ষা-অন্তপ্রাণ শিক্ষকের ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজশিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এজন্য সাহিত্যসম্রাটের পাশে তাঁর সমাজশিক্ষকের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের আলোর পরশ যেমন সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনই সব্যসাচী সম্পাদকীয় পরিচিতির মধ্যে তাঁর সাহিত্যের শিক্ষকের ভূমিকাটি আপনাতেই আলোকিত মনে হয়। তাঁর সেই আলোকিত ব্যক্তিত্ব জীবনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত সজীব ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সম্পাদকের ক্ষুরধার লেখনী সময়বিশেষে হবু লেখকদের পাচনবাড়ি হয়ে উঠেছে। প্রচার-এর ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন-এ সেই পাচনবাড়ির প্রকৃতিটি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে মনে হতে পারে কী এমন হয়েছিল যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশের উনিশ বছর পর এভাবে নিবেদন করতে হয়েছে। হবু লেখকদের প্রতি যে-বারোটি নিয়ম “নিবেদন”-এ প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই “বঙ্গদর্শন-এর সূচনায়ও অপরিহার্য মনে হবে। সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল পরে কী উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলি প্রকটভাবে উপস্থাপনে সক্রিয় হয়েছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী করে তোলে। অবশ্য তার সদুত্তর কোথাও মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী কার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সে বিষয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। অন্যদিকে প্রবন্ধটি প্রচার-এ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বক্তিমচন্দ্রের লেখনীযুদ্ধ প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, প্রচার-এর সেই সংখ্যায় (১২৯১-এর মাঘ) রবীন্দ্রনাথের “মথুরায়”

কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় লেখনীযুদ্ধের অবসানে তাতে “ঐতিহাসিক মিলন”-এর ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল সে-বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বিধায় এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের “নিবেদন” তাঁর “বঙ্গদর্শন”-এর সম্পাদনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা কেন এতদিন পরে “প্রচার”-এর আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তলে। অবশ্য সচেতনভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলে তার সদুত্তর মেলানো দুরূহ মনে হয় না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার মধ্যেই বীজটি ছিল এবং তা সময়ান্তরে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রবাশ করেছে। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথ্য প্রথম উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, “বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক”। আর তৃতীয় তথা শেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্জিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব। মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের সুর একটি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন করা। সেই উন্নয়নের ধারাকে সুসম্পন্ন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সার্বিক প্রয়াসে এক সময় বইয়ের সমালোচনাও সামিল হয়ে পড়ে। প্রথম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতেই নতুন গ্রন্থের সমালোচনার কথা সম্পাদক জানিয়ে দেন। তবে সমালোচনা অর্থে বইয়ের প্রশংসা বা নিন্দা নয়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থ পাঠে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভের পাশাপাশি তার সমৃদ্ধির প্রতি যেমন সমালোচকের স্পষ্টতা প্রয়োজন, তেমনই তাতে। লেখকের ভ্রান্তিদর্শনও সমালোচনার অঙ্গ, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে “বঙ্গদর্শন”-এ বইয়ের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নূতন বইয়ের অভাবে নয়, বরং তার প্রাচুর্যেই পর্বতের মুষিক প্রসবের ন্যায় গুটিকতক সারবান বইয়ের হদিশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য আপনাতেই ব্যাহত হয়। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যার “বঙ্গদর্শন”-এ সম্পাদক তাঁর সমালোচনার ব্যর্থতাকে বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর সেই মোক্ষম পাচনবাড়ি অব্যর্থ লক্ষ্যে হাসিল করেছেন। একে পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা বাক্ত করে যেটুকু বিনয় প্রকাশ করেছেন, তার পরে “অনবকাশ”-এর কারণে অবিনয়ী হয়ে উঠেছেন: “আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। “বৃত্রসংহার” “কল্পতরু” বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছু আমাদের আর স্মরণ হয় না। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে বিরত হয়েছিলেন। নতুন লেখকদের “অপক্ক কদলী”র প্রতি যেমন তাঁর মূল্যায়নের দৃষ্টি নিবন্ধ করার দায় ছিল, তেমনই হবু লেখকদের প্রতিও সে-দায় আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে রীতিমতো আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। নতুন লেখক বা হবু লেখকদের সামনে আদর্শ রাস্তা গড়ে তোলার দায় তাঁকে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে আড়ালে থেকে অনামে “প্রচার” পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই রাস্তার আত্মপ্রকাশ ছিল অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে “প্রচার-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে।” প্রচার-এর দিন-পনেরো পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় “নবজীবন” পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দুটি পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সমানে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকার হিসাবে নীতিবাগীশ পরিচয়কে সমুন্নত করে তুলেছেন। “আনন্দমঠ” (১৮৮২), “দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পর্বান্তরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। প্রচার এ সীতারাম” শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি লেখনীযুদ্ধে সামিল হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অথচ সেই পরিসরে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেও তাঁর ব্যাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধতায় কোনোরকম শিথিলতা লক্ষ করা যায় না। বরং তা প্রচার-এর আলোয় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’টি বঙ্কিমচন্দ্রের হবু লেখকদের প্রতি তাৎক্ষণিক নির্দেশিকা ভাবাটা সমীচীন নায়। কেননা তা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যদরদি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চিন্তনের ফসল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বঙ্গদর্শন এর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা নানাভাবে বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার তা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য তাঁর লক্ষ্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। “বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ-এর শেষে (বঙ্গদর্শন”, চৈত্র ১২৮২) তাঁর লেখনী সূচনার কথা স্মরণে এনে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল। আবার যখন তার জেগে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তখন তাঁর হৃদয়বাসনার ক্ষরণও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

সরকারি ভাষা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অমিত শাহ

হিন্দি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সহচর

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত সরকারি ভাষা বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বলেন, 'হিন্দি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তাদের সহচর।' তিনি আরও বলেন, ভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, একটি জাতির আত্মা।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রশাসনকে সেই ভাষায় কাজ করা উচিত যা জনগণ ব্যবহার করে। "যতক্ষণ না একজন ব্যক্তি নিজের ভাষায় গর্ব অনুভব করেন, নিজের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেন, ততক্ষণ তিনি দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না," বলেন অমিত শাহ। মন্ত্রী জানান, বর্তমানে জেইই, এনইইটি এবং সিইউইটি পরীক্ষাগুলি ১৩টি ভাষায় নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আজ ৯৫ শতাংশ প্রার্থী তাদের মাতৃভাষায় কনস্টেবল পরীক্ষা দিচ্ছেন, যা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। সরকারি ভাষা বিভাগ ৫০ বছর ধরে হিন্দিকে ভারতের রাজভাষা হিসেবে প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যেও প্রশাসনিক একতা এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের প্রতিফলন ঘটায়।

অনুষ্ঠানে এই বিশেষ উপলক্ষে ৫০ মূল্যের একটি স্মারক রূপার কয়েন প্রকাশ করেন অমিত শাহ। এই কয়েনটি ৯৯.৯ খাঁটি রূপায় তৈরি, যার ওজন ৪০ গ্রাম এবং ব্যাস ৪৪ মিমি। কয়েনের কিনারায় ২০০টি করাত-দাঁতের মতো কারুকাজ রয়েছে।কয়েনের সামনের দিকে আশোক স্তম্ভের সিংহচূড়া প্রতীক খোদাই করা হয়েছে, নিচে 'সত্যমেব জয়তে' শ্লোক, কয়েনটির কেন্দ্রে একটি পদ্মের নকশায় হিন্দি বর্ণমালার ছাপ রয়েছে, যার উপর দিকে লেখা "দাপ্তরিক ভাষা বিভাগের সুবর্ণবর্ষ উদযাপন" এবং নিচে ইংরেজিতে "সরকারি ভাষা বিভাগের সুবর্ণবর্ষ উদযাপন"। উপরদিকে আন্তর্জাতিক সংখ্যায় '২০২৫' সাল লেখা আছে।

এই অনুষ্ঠান ও স্মারক কয়েন প্রকাশের মাধ্যমে ভারত সরকার ভাষার গুরুত্ব এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যকে সম্মান জানিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক ভারতের পথে অগ্রসর হওয়ার বার্তা দিয়েছে।

রক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহর আহ্বান: সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হোক এসসিও সদস্যরা

কিংদাও, ২৬ জুন : রক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ আজ চীনের কিংদাও শহরে অনুষ্ঠিত সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থানের নতুন দিশা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেকটি সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড অপরাধ ও অন্যায্য এর পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন। এসসিও-কে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিপদের মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে, যাতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত হয়।"

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রক্ষা মন্ত্রী বলেন, "সন্ত্রাসবাদ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্রের প্রসার, বিশেষত সেগুলির নিয়ন্ত্রণ যদি অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী ও সন্ত্রাসবাদীদের হাতে চলে যায়, তাহলে শান্তি ও সমৃদ্ধি কখনোই একসাথে থাকতে পারে না।"

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যারা সন্ত্রাসকে সমর্থন করে, লালন করে, আর নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের কড়া পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে। কিছু রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির অংশ হিসেবে ব্যবহার করে এবং সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় দেয় এ ধরনের দ্বিচারিতা এসসিও-এর পক্ষ থেকে কখনোই মেনে নেওয়া উচিত নয়।

শ্রী সিংহ উল্লেখ করেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পাহলগামে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারত "অপারেশন সিন্ধুর" চালিয়ে তার আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করেছে এবং ভবিষ্যতের সীমান্ত-পার সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। ওই হামলায় ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নিরীহ মানুষদের টার্গেট করে গুলি করা হয়। "দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট", যেটি লস্কর-ই-তৈয়বার এক শাখা, হামলার দায় স্বীকার করে। তিনি বলেন, "সন্ত্রাসবাদের উৎসস্থান আর নিরাপদ নয়। আমরা প্রয়োজনে তাদের লক্ষ্যবস্তু করতেও পিছপা হব না।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন, যারা সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত করে, অর্থ জোগান দেয় এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের বিচারের আওতায় আনতেই হবে। ভারত সব সময় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি অনুসরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে।

রক্ষা মন্ত্রী তরুণ সমাজে চরমপন্থার বিস্তার রোধে আরও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান এবং এই কাজে এসসিও-এর আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কাঠামো-এর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন।

তিনি বলেন, "র‍্যাডিকালাইজেশন রুখতে যে যৌথ বিবৃতি এসসিও নেতারা ভারতের সভাপতিত্বকালে দিয়েছিলেন, তা আমাদের অভিন্ন প্রতিশ্রুতির প্রতীক।"

তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসীরা যেভাবে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অস্ত্র ও মাদক পাচার করছে, তা প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথাগত সীমান্ত ছাড়িয়ে নিরাপত্তার নতুন মাত্রা বিবেচনায় আনতে হবে। আজকের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে হাইব্রিড যুদ্ধ, সাইবার আক্রমণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মতো হুমকি জাতীয় সীমারেখা মানে না একমাত্র সম্মিলিত পদক্ষেপেই এদের মোকাবিলা সম্ভব।

বিশ্ব রাজনীতির জটিল পরিস্থিতিতে এসসিও-এর গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০ু মানুষের আবাসস্থল এবং বিশ্ব জিডিপির প্রায় ৩০ু অংশীদার। তাই এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

শ্রী সিংহ বলেন, বর্তমান বিশ্বে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্রায়ন এবং বিশ্বায়নের গতি হ্রাস আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি জানান, ভারত বিশ্বাস করে যে সংস্কারকৃত বহুপাক্ষিকতা সহযোগিতা গড়ে তুলতে ও সংঘর্ষ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, "বাড়তি সংযোগ শুধু ব্যবসা নয়, পারস্পরিক বিশ্বাসও বাড়ায়।

তবে এতে অবশ্যই এসসিও সনদের মৌলিক নীতিগুলি, বিশেষ করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক।"

আফগানিস্তান প্রসঙ্গে রক্ষা মন্ত্রী বলেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান অপরিবর্তিত। তিনি বলেন, আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভারত অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপ্রচলিত নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ যেমন মহামারি, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও পানীয় জলের নিরাপত্তা সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, "এই সমস্যা জাতীয় সীমান্ত মানে না, সমাধানও হতে হবে যৌথভাবে।"

ভারত চালু করা কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এই সমস্যার সমাধানে একটি যৌথ পদক্ষেপের ভালো উদাহরণ।

শেষে শ্রী রাজনাথ সিংহ ভারতের সাগর (সিকিউরিটি এন্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্য রিজিওন) ও মহাসাগর (মিউচুয়াল এন্ড হোলিস্টিক এডভান্সমেন্ট ফর সিকিউরিটি এন্ড গ্রোথ এক্রোস রিজিওন) ধারণা তুলে ধরেন, যা উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনি এসসিও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন এবং বলেন, "আমরা একসাথে চললেই আমাদের অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারব।"

তিনি বলেন, ভারত সবসময় 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ' নীতিতে বিশ্বাস করে, যা আমাদের প্রাচীন মূল্যবোধ 'বাসুধৈব কুটুম্বকম' -এর প্রতিফলন। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক লাভই হওয়া উচিত আমাদের পথনির্দেশক নীতি।

পূর্বোত্তর সম্পর্ক সেতুর অধীনে তিনি শ্রীভূমি সফর কেন্দ্রীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি: ২৬ জুন : কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাডসে আজ পূর্বোত্তর সম্পর্ক সেতু প্রচারের অধীনে শ্রীভুমিতে গিয়ে বলেছেন, প্রশাসনিক সম্পর্ককে আরও গভীর করতে এবং এই অঞ্চলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চালু করা পূর্বোত্তর সম্পর্ক সেতু - একটি উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি। শ্রীভূমিতে একদিনের সফরকালে শ্রীমতী খাডসে ২৬টি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেন। এই বৈঠকে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মৎস্যচাষ এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে জেলার সাম্প্রতিক অগ্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়। কৃষির ক্ষেত্রে, শ্রীভূমি পিএম-কিষাণ প্রকল্পের আওতায় ১০৩ শতাংশ পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে এবং পিএমএফবিওয়াই-এর মাধ্যমে শষ্য বীমা তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ১২৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। খাদ্য নিরাপত্তা সমানভাবে শক্তিশালী: বরাদ্দকৃত এনএফএসএ চালের প্রায় ৯৭.৯ শতাংশ এক মিলিয়নেরও বেশি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, ৩৩,৬৬২ জন গর্ভবতী মায়েরা ২০২৪-২৫ সালে প্রসবকালীন যত্নের জন্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ৯৪ শতাংশেরও বেশি তাদের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যে নথিভুক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর এখন ক্রমবর্ধমান উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তাল্পতার ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলায় সুসংহতভাবে করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতি খাডসে সীমান্ত এবং চা বাগান এলাকায় উন্নয়নের গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজে উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রসার এবং যুবকদের উদ্বুদ্ধ করার মত নানা কর্মসূচি গ্রহণের উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিক্ষা আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ২,২৩,০৩৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে, উপস্থিতি হার ৭২ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। শিক্ষকদের উপস্থিতি ৮৮ শতাংশেরও বেশি,যা একটি উতাহজনক লক্ষণ। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথভাবে পাঠদানে মনোনিবেশ করতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উৎসাহ দিচ্ছেন।

মৎস্যচাষ স্থানীয় জীবিকার ভিত্তিঃ গত বছর পুকুর ও জলাধারে উৎপাদিত ১৯,৪৩০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন প্রায় সমগ্র জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। এদিকে, খেল মহারণ ২.০ প্রোগ্রামটি কাবাডি থেকে শুরু করে রোড সাইক্লিং পর্যন্ত আটটি শাখায় ২,৪৬,৫০০ যুব নিবন্ধনের ব্যবস্থা করেছে, যা গ্রামীণ আসামে খেলাধুলার ক্রমবর্ধমান আকর্ষণকে তুলে ধরেছে।

শ্রীমতী খাডসে সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শাসন ও সম্প্রদায়ের শক্তি কীভাবে উন্নয়নের বিবরণ পুনর্লিখন করতে পারে তার উদাহরণ হল শ্রীভূমি। 'উনকোটির মডেল স্কুল থেকে শুরু করে আগরতলার ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং শ্রীভূমির কৃষি ও স্বাস্থ্য সাফল্য, আমরা উত্তর-পূর্বে মোদীজির সত্যিকারের বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক ধাপ কাছাকাছি রয়েছি।'

মন্ত্রী শ্রীমতি খাডসে জেলা আধিকারিকদের জল জীবন মিশনের আওতায় বকেয়া গৃহস্থালীর ট্যাপ সংযোগগুলি দ্রুত ট্র্যাক করার, মাতৃ-স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার এবং নির্বিঘ্নে আধার-ভিত্তিক অর্থপ্রদানের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যা ইতিমধ্যে গ্রামীণ জীবিকা প্রকল্পগুলিতে ৯৬ শতাংশ কভারেজ হয়েছে। সরকারি পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমতি খাডসে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন ও মত বিনিময় করেন।

এনএমডিসি-র পূর্ণ অর্থে পঠনপাঠনের উদ্যোগ ছত্তিশগড়ের উপজাতি যুবকদের জন্য সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : ভারতের বৃহত্তম লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী সংস্থা এনএমডিসি লিমিটেড ছত্তিশগড়ের উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থে শিক্ষাদান কর্মসূচির ঘোষণা করেছে। সংস্থার সিএসআর উদ্যোগের আওতায় শুরু হয়েছে দুটি বিশেষ প্রকল্প'বালিকা শিক্ষা যোজনা' এবং 'মেডিক্যাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম'। এই কর্মসূচিগুলির মূল লক্ষ্য হল পিছিয়ে পড়া উপজাতি অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মকে উন্নততর পেশাগত শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ প্রদান করা।

'বালিকা শিক্ষা যোজনা'-র আওতায় বস্তার, দন্তেওয়াড়া, সুকমা, কণ্ডাগাঁও, বিজাপুর ও নারায়ণপুর জেলার উপজাতি পরিবারের মেয়েদের জন্য নার্সিং শিক্ষার সম্পূর্ণ খরচ বহন করা হবে। এই প্রকল্পে প্রতি বছর ২০০টি আসনের ব্যবস্থা রয়েছেযার মধ্যে ১১০টি আসন বিএসসি (নার্সিং) এবং ৯০টি জিএনএম (জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি)-এর জন্য বরাদ্দ। এই কোর্সগুলি হায়দরাবাদের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন অ্যাপোলো স্কুল অফ নার্সিং, যশোদা স্কুল অফ নার্সিং এবং কিমস কলেজ অফ নার্সিং-এ করানো হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ওপর ১২ থেকে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত ব্যয় করা হবে, যার মধ্যে থাকবে টিউশন ফি, হোস্টেল খরচ ও অন্যান্য একাডেমিক ব্যয়। আবেদনকারীর পরিবারের বার্ষিক আয় ৭২,০০০-এর বেশি হওয়া যাবে না। এই প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ জুন, ২০২৫।

এছাড়া, এনএমডিসি এবং অ্যাপোলো ইউনিভার্সিটি, চিত্তুর-এর যৌথ উদ্যোগে চালু হয়েছে 'মেডিক্যাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম', যেখানে দন্তেওয়াড়া ও বস্তার জেলার উপজাতি ছেলেমেয়েরা ঞ্জন্ধুত্রত্ম ছত্রগুখনষ্ঠত্রথন্ত্র বিষয়ে পূর্ণ অর্থে শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এই প্রকল্পে ৯০টি আসন রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ শতাংশ মেয়েদের এবং ৪০ শতাংশ ছেলেদের জন্য সংরক্ষিত। কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইমার্জেন্সি মেডিকেল টেকনোলজি, মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি, অ্যানেস্থেসিওলজি এবং অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান, ইমেজিং টেকনোলজি, ফিজিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং রেনাল ডায়ালাইসিস টেকনোলজি। এই শিক্ষাগুলি অর্জনের জন্যও প্রতি শিক্ষার্থীর উপর প্রায় ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করা হবে। আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন, ২০২৫।

গত ছয় দশক ধরে ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে দুটি বৃহৎ খনন প্রকল্প পরিচালনার পাশাপাশি এনএমডিসি সমাজের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই নতুন উদ্যোগগুলি শুধুমাত্র শিক্ষা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এগুলি উপজাতি সমাজের তরুণ প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তোলার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এনএমডিসি-এর এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ছত্তিশগড়ের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে আশার আলো জাগিয়েছে এবং ভবিষ্যতের একটি শক্তিশালী ও দক্ষ যুবসমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কাতারগামা এসালা উৎসব আজ থেকে শুরু, পদযাত্রায় এসেছে ২০ হাজারের বেশি তীর্থযাত্রী

কাতারগামা, ২৬ জুন: শ্রীলঙ্কার ঐতিহ্যবাহী ও বহু ধর্মে পালিত বার্ষিক কাতারগামা এসালা উৎসব পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই দেশের উত্তর উপদ্বীপ জাফনা থেকে শত শত কিলোমিটার পায়ে হেঁটে আসা ২০ হাজারের বেশি পদযাত্রী কাতারগামায় পৌঁছেছেন, যাদের যাত্রা প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছে।

এই উৎসব বহু ধর্মের অনুসারীদের জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কাতারগামার প্রধান মন্দির রুহুনু কাতারগামা মহা দেবালয় দেবতা স্কন্দ বা কার্তিকেয়কে উৎসর্গ করা হয়েছে, যিনি হিন্দুদের যুদ্ধদেবতা। তাঁর ছয়টি মাথা, বারোটি হাত, বিশটি নাম এবং দুই স্ত্রী রয়েছে বলে কাহিনিতে বলা হয়। বৌদ্ধরা স্কন্দকে "কাতারগামা দেবিও" নামে পূজা করে থাকেন, এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী এই স্থানটি পবিত্র হজরত খিজির (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত।

আগামী ৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী অগ্নি পূজা, এবং ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে মহা পেরাহেরা, যা উৎসবের মূল আকর্ষণ।

বাসনায়েকে নিলামে দিশান গুনসেকারা জানিয়েছেন, এ বছরের উৎসব উদযাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় মহা দেবালয় প্রাঙ্গণ থেকে প্রথম পেরাহেরা শুরু হবে, যেখানে উপস্থিত থাকবেন কিরিভেহেরা রাজার মহা বিহারের প্রধান ভিক্ষু ভেন. কোবাওয়াকা ধাম্মিন্দ থেরা। পেরাহেরা শুরু হবে বুদ্ধ পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, এবং সেটি ভল্লি অম্বা দেবালয় পর্যন্ত গিয়ে সেখানকার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পন্ন করে আবার মহা দেবালয়ে ফিরে আসবে।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 15/07/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 1(One) unit Science Lab and 1(One) unit Library room and CWSN Toilet at Kalikishore High School, Kakraban Block of Gomati District under PM SHRI Scheme for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 41/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PRESS NIT NO: 56/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 48,37,000.00	Rs. 96,740.00	8(Eight) months	Up to 3PM 15/07/2025	At 16/07/2025 Hrs on 11 A.M.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1(One) unit Computer room and Boys' Toilet at Bampur High School, Amarpur Block of Gomati District under PM SHRI Scheme for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 42/SE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 PRESS NIT NO: 57/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 28,90,400.00	Rs. 57,808.00	6(Six) months	Up to 3PM 15/07/2025	At 16/07/2025 Hrs on 11 A.M.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Construction of Ramp with Handrail in 2(Two) nos. Elementary Level School under Amarpur and Silachari Block of Gomati District under Samagra Shiksha for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 43/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 58/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 1,48,000.00	Rs. 2,960.00	1 (One) month	Up to 3PM 15/07/2025	At 16/07/2025 Hrs on 11 A.M.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Construction of Ramp with Handrail in 2(Two) nos. Elementary Level School under Amarpur and Silachari Block of Gomati District under Samagra Shiksha for the year 2024-25.
DRAFT NIT NO: 43/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26
PRESS NIT NO: 58/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26
All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/1203/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

Umakanta Academy English Medium Agartala, West Tripura

Walk-in Interview for engagement of Aaya' on 02/07/2025, Wednesday. Time: 12 noon Report with all related documents. Details given in school notice board Principal
ICA D 469/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE-JRN/PWD/2025-26
Dated: 24-06-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 15-07-2025 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 13/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 24,19,574.00	Rs 48,574.00	60(Sixty) Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 14/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,06,228.00	Rs 46,125.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 15/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 23,66,349.00	Rs 47,327.00	90(Ninety) Days	Appropriate Class
4	DNIe-T No: 16/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	Rs 12,02,755.00	Rs 24,055.00	60(Ninety) Days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 25-06-2025 to 15-07-2025. Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 15-07-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 15-07-2025 up to 15.30 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C/1201/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B) Jirania,
West Tripura eejirania@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-13/EE/DWS/JRN/2025-26,
Dated- 25/06/2025.

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES/ CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl. No.	DNIe-T No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 47/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,04,890.00	₹. 19,410.00	90 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 48/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,69,164.70	₹. 19,383.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 49/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	₹.9,68,360.00	₹. 18,367.00	90 Days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

? Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 25/06/2025.at 18.00 hours.
? Last date and Time for Document Downloading and Bidding-02 /07 /2025 up to 15.00 hours.
? Date and Time for Opening of Bid- 02/07/2025 at 15.30 hours.
? This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
ICA/C/1197/25

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. Samir Debbarma) Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania
Ranirbazar, West Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফ্রিজের মতো এসিতেও জমতে পারে বরফ! কী ভাবে বুঝবেন এমনটা হচ্ছে?

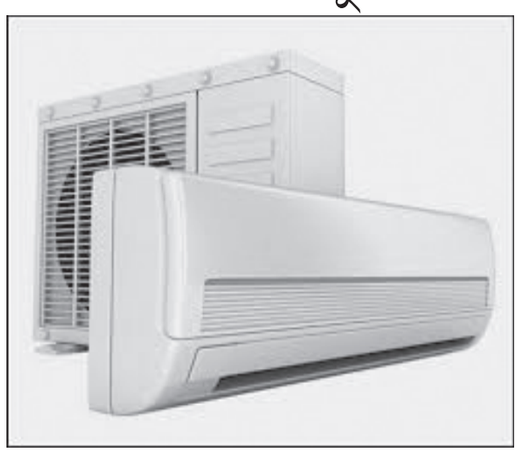

গরম থেকে মুক্তির জন্য এখন প্রায় সব বাড়িতেই এসি লাগানোর চল রয়েছে। সূর্যদেবের যা দাপট তাতে এসি ছাড়া টেকাই দায়। তবে অনেকেই এসি সমন্ধে কিছু ছোর খাট বিষয় মাথায় রাখেন না। যার ফলে যখন তখন খারাপ হতে পারে এসি। এসি মেকানিকরাও যেমন বারবার করে এসি এবং ফ্যান একসঙ্গে চালাতে বারণ করেন। চালালেও তা অত্যন্ত কম স্পিডে চালাতে বলেন। অনেকেই হয়তো জানেন, বাড়িতে ফ্রিজে অনেক সময় জল জমে গায়ে বরফ হয়ে যায়। তখন সেটিকে ডিফ্রস্ট করে সেই বরফ গলাতে হয়। নাহলে ফ্রিজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। তেমনই এসিতেও কিন্তু বরফ জমতে পারে। কেন এসিতে বরফ জমে? কোন অংশে বরফ জমা হয়? বরফ জমার ফলে কী কী ক্ষতি হয়? কেন জমে এসিতে বরফ? এসির গ্যাস প্রায় শেষের দিকে চলে এলে, এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের কর্মক্ষমতাও প্রভাবিত হতে শুরু করে। যখন গ্যাস কম থাকে, তখন বাষ্পীভবনের কয়েলে বরফ তৈরি হতে শুরু করে। ইভাপোরেটর ঘরের ভেতরের ঠান্ডা করার জন্য কাজ করে কিন্তু গ্যাস কম থাকার কারণে বরফ তৈরি হতে শুরু করে। ফলে ঠান্ডা হওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। এই সমস্যা এড়াতে হলে সময়ে সময়ে ফিল্টার পরিষ্কার করাটা প্রয়োজনীয়। থার্মোস্ট্যাটের সমস্যার কারণে বরফ জমতে পারে। ঠান্ডা করার জন্য আপনাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় ধরে এসি চালাতে হতে পারে। ফলে কয়েলগুলি ঠান্ডা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রেও বরফ তৈরি হতে পারে। যদি থার্মোস্ট্যাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এটি এসির তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এই সমস্যা এড়াতে, নিয়মিত এসি রক্ষণাবেক্ষণ করুন। যাতে থার্মোস্ট্যাটটিও পরীক্ষা করা হয়। এই সব সমস্যা এড়াতে নিয়মিত এসির রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্যই বড় কোনও ক্ষতি এড়াতে এসির ফিল্টার পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘিয়ের আর একচিমটে হলুদ রোজ খেলে বাড়বে এনার্জি

হলুদ যে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী তা সকলেই জানেন। কোভিড পরবর্তী সময় থেকে প্রবণতা বেড়েছে হলুদ দুধ খাওয়ার। হলুদ আর দুধ এই দুই আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। হলুদ দুধ স্বাস্থ্যের জন্য তরল সোনা হিসেবেই পরিচিত। শুধু তাই নয়, ঘিয়ের মধ্যে এক চিমটে হলুদ মিশিয়ে খেলে একই

উপকার পাওয়া যায় তা কি জানতেন? বহু বছর ধরে আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ঘি আর হলুদের মিশ্রণ। এর থেকে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করা হয়। বিভিন্ন রোগের শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এই ঘি আর হলুদ। হলুদের সঙ্গে যখন ঘি মেশানো হয় তখন এর মধ্যে হেলদি ফ্যাট আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মিলেমিশে থাকে। যে কারণে প্রতিদিন এই মিশ্রণ খেতে পারলে শরীর ভাল থাকে, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। হলুদ আর ঘি-একসঙ্গে খেলে যে যে উপকার গুলি হয় তা জেনে রাখুন-

আর্থাইটিসের সমস্যা রুখতেও খুব ভাল কাজে আসে এই ঘি-হলুদ। প্রদাহ বিরোধী বৈশিষ্ট্য থাকে এই ঘি-হলুদের মধ্যে। যে কারণে ব্যথা-বেদনা রুখতে কাজে আসে এই মিশ্রণ। হলুদের মধ্যে থাকা কারকিউমিন যৌগ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়, ঘি-এর মধ্যে থাকা বুট্রিক অ্যাসিড অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে।

রান্নার মাধ্যমে এই ঘি আর হলুদ মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও চা কিংবা কফির সঙ্গে এই হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন। শাকের সঙ্গে প্রথম পাতে ঘি মাখিয়ে ভাত খেতে পারেন।

ঘরে ঘি বানিয়ে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল। আর খাঁটি গাওয়া ঘি খেতে পারলে তার উপকারিতা অনেক বেশি। ঘি আগে ভাল করে গলিয়ে নিন। কাঁচা হলুদ শুকনো করে গুঁড়ো করে হলুদ গুঁড়ো তৈরি করে রাখুন। এবার ঘি এর মধ্যে হলুদ মিশিয়ে নিন। ঘি গলিয়ে নিয়ে ওর মধ্যে হলুদ দিয়ে নাড়তে থাকুন গ্যাসে বসিয়েই। সম্পূর্ণ গলে না যাওয়া অবধি নাড়তে থাকুন। একটু ঠান্ডা হলে খান।

ঘি-এর মধ্যে চর্বি বেশি থাকে আর তাই অনেকেই ঘি হজম করতে পারেন না ঠিক করে। অনেকের অতিরিক্ত ঘি খেলে ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, হজমের সমস্যা হতে পারে। যদি পিত্তথলির সমস্যা থাকে, গর্ভবতী থাকেন তাহলে অবশ্যই এসব খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নেবেন।

রোগভোগের ঝুঁকি এড়াতে খেতে হবে যেসব খাবার

আমাদের জীবনযাত্রার সাথে জড়িত প্রতিটি ছোট জিনিস আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। সুস্থ থাকার পাশাপাশি অন্যান্য রোগ এড়াতে তাই ডায়েটে জোর দেওয়া খুবই জরুরি। যৌবনে শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেও, বয়স ত্রিশ পার হওয়ার পর থেকেই বেশীরভাগ সময় শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। কীভাবে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো যায়? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবসময় পরামর্শ দেন যে অকাল বার্ধক্য রোধ করতে, মানসিক চাপ, খাদ্য, ব্যায়াম এবং ঘুমের দিকে বিশেষ নজর দিতে। ৩০ বছর বয়সের পর আপনি কীভাবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিচ্ছেন তাই নির্ধারণ করে যে পরবর্তী ১০ থেকে ১২ বছর কেমন থাকবেন আপনি। তাই জেনে নিন সুস্থ থাকতে কী খাবেন

ফাইবারযুক্ত খাবার:

ডায়েটে অবশ্যই ফাইবার যোগ করুন। তাতে হৃদরোগ, টাইপ ২ ডায়াবেটিস এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মানব শরীরের প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ গ্রাম ফাইবার প্রয়োজন। অতএব, খাদ্যতালিকায় ফল, শাকসবজি এবং গোটা শস্য যোগ করুন।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে সাহায্য। এছাড়া মেজাজ ঠিক রাখতে, প্রদাহ কমাতে, আয়ু বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এই বিশেষ অ্যাসিড। এক্ষেত্রে ডায়েটে যোগ করতে হবে স্যামন বা সার্ডিন মাছ। এছাড়া বাদাম ও চিয়া বীজও খেতে পারেন।

ক্যালসিয়াম:

শরীরের হাড়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। ৩০ বছর বয়সের পরে, হাড় দুর্বল হতে শুরু করে। এই বয়সে উচ্চ ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার যেমন দুধ, দই, পনির, ব্রোকলি, পালং শাক, কেলা এবং বাদাম খেতে হবে। প্রোটিনের দিকে খেয়াল রাখুন: পেশী বৃদ্ধির জন্যও প্রোটিন প্রয়োজনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৩০ বছর বয়সের পর শরীরের প্রোটিনের আরও প্রয়োজন হয়। পুরুষদের প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত এবং মহিলাদের প্রতিদিন ৪৫ গ্রাম প্রোটিন খাওয়া উচিত। তাই ডায়েটে ডিম, দুধ, ডাল, মটরশুটি এবং সয়াবিনের মতো জিনিসগুলি যোগ করুন। সুস্থ থাকবেন।

প্রশান্ত মহাসাগর ছোট হয়ে আসছে জন্ম নিতে পারে নতুন মহাদেশ

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও গভীর জলরাশি প্রশান্ত মহাসাগর ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ধীরগতির প্রক্রিয়া আগামী ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে নতুন এক বিশাল মহাদেশের জন্ম হতে পারে, যার নাম দেওয়া হয়েছে আমাসিয়া। অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা উন্নতমানের সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে এই পূর্বাভাস দিয়েছেন। তাদের গবেষণা বলছে, পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলো (ভূপৃষ্ঠের বিশাল ভাঙা অংশ) একে অপরের দিকে ধীরে ধীরে সরছে, যা ভবিষ্যতে একত্রিত হয়ে নতুন এই সুপারমহাদেশ তৈরি করবে।কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ ডায়নামিক্স রিসার্চ গ্রুপের গবেষক ড. চুয়ান হুয়াং বলেন, গত ২০০ কোটি বছরে প্রায় প্রতি ৬০০ মিলিয়ন বছর পরপর পৃথিবীতে সুপারমহাদেশ তৈরি হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও একটি নতুন সুপারমহাদেশ গঠনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই সুপারমহাদেশের নাম 'আমাসিয়া' হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো, অনেকে মনে করছেন প্রশান্ত মহাসাগর বন্ধ হয়ে আমেরিকা ও এশিয়ার সংঘর্ষ ঘটবে। এর ফলে এই দুটি মহাদেশ একত্র হবে। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়াও এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খাবে এবং ধীরে ধীরে আমেরিকা ও এশিয়াকে যুক্ত করবে। ড. হুয়াং জানান, আমরা সুপারকম্পিউটার ব্যবহার করে পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলো আগামী কোটি কোটি বছরে কীভাবে সরে আসবে, তার একটি মডেল তৈরি করেছি। এতে দেখা গেছে প্রশান্ত মহাসাগরই ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে গঠিত হবে আমাসিয়া। এইগবেষণা আগেরঅনেক তত্ত্বকেই ভুল প্রমাণ করেছে। প্রশান্ত মহাসাগর মূলত প্যানথালাসা নামের প্রাচীন সুপার মহাসাগরের অবশিষ্ট অংশ। প্রায় ৭০০ মিলিয়ন বছর আগে এই মহাসাগরের সৃষ্টি হয়, যখন আগের সুপারমহাদেশ ভেঙে যেতে শুরু করে। ডাইনোসর যুগ থেকেই এই মহাসাগর তার সর্বোচ্চ আকৃতি থেকে সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। বর্তমানে সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো মহাসাগর।

ডায়াবেটিসকে বাগে আনতে যথেষ্ট কিছু সবজি

ডায়াবেটিস রোগ সারা বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু বয়স্করাই নয়, তরুণরাও ডায়াবেটিসের কবলে পড়ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দুর্বল জীবনযাপন এবং মানসিক চাপের কারণে ডায়াবেটিসের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। ডায়াবেটিস এর কোন প্রতিকার নেই, তবে ডায়েটে লাগাম টানলে এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ডায়েটে অবশ্যই সবুজ শাকসবজি রাখতে হবে। যাতে তার শরীর, প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। শাকসবজি, ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শাকসবজি খাওয়া শুধু ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্যই নয়, অনেক গুরুতর রোগের হাত থেকেই শরীরকে রক্ষা করে। আসুন জেনে নেওয়া যাক ডায়াবেটিস রোগীদের কোন শাকসবজি খাওয়া উচিত।

পালং শাককে আয়রনের ভাল উৎস হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এতে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পালং শাক আশীর্বাদের চেয়ে কম কিছু নয়। একটি গবেষণা অনুযায়ী, পালং শাক ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা উন্নত করে। ডায়াবেটিস রোগীরাও পালং শাকের জুস বানিয়ে পান করতে পারেন। উপকার পাবেন।

ঢেঁড়শ:

ঢেঁড়শে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। গবেষণা অনুযায়ী, ঢেঁড়শ খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে। ওকরায় পাওয়া ফাইবার অন্ত্রে চিনির শোষণের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয়। এছাড়া আরও অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ওকড়া খুবই উপকারী।

টমেটো:

বাঙালি রান্নায় সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় টমেটো। টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। এতে রয়েছে লাইকোপিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রক্তে শর্করাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এতে উপস্থিত ভিটামিন সি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে টমেটো হার্টের জন্যও ভীষণই ভাল।

গর্ভাবস্থায় বাড়ছে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি

গর্ভাবস্থার সময়টি মহিলাদের জন্য যতটা আনন্দদায়ক, ততটাই কষ্টকরও বটে। কারণ গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাই এই পরিস্থিতিতে নিজের যত্ন নেওয়া খুব জরুরি। এই সময়, দু'টি দিকে নজর দিতে হবে, প্রথমত ভাল ডায়েট এবং দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যকর জীবনধারা। কারণ আপনার খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আপনার সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর। অনেক সময় ভুল কিছু খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আর গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি মহিলাদের জন্য মারাত্মক হতে পারে। আর এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন হল, গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল কেন বেড়ে যায়? কীভাবে বোঝা যায় বেড়েছে কোলেস্টেরল? এবং এর প্রতিরোধের উপায় কী? জানুন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশিরভাগ মহিলারা গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ মহিলাদের শরীরে হরমোনের পরিবর্তন। এই কারণে তাঁদের কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। আসলে, কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের একটি আঠালো তরল যা দেখতে মোমের মতো। শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট অ্যাটাকের মতো সমস্যার ঝুঁকি সহ অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। যাইহোক, স্বাস্থ্যকর জীবনধারা এবং ভাল খাদ্যাভ্যাস আপনাকে এই সমস্যা থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে।

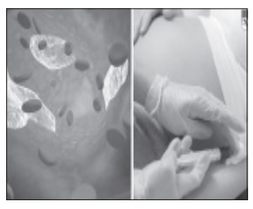

গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরলের ক্রমাগত বৃদ্ধি বিপজ্জনক হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এই সমস্যা ধরা পড়ার পর অবিলম্বে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ গর্ভাবস্থায় যদি শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে তা উচ্চ রক্তচাপ, অকাল প্রসব, শিশুদের জেনেটিক ডিজঅর্ডার, হার্ট অ্যাটাক সহ অনেক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়।

উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ?

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হওয়া, বমি বমি ভাব, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট এবং ক্লান্তি বা শরীরে দুর্বলতা অনুভব করার মত সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন।

কোলেস্টেরলের সমস্যা এড়াতে যেসব থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন গর্ভাবস্থায় কোলেস্টেরল বৃদ্ধির কারণ যাই হোক না কেন, চিকিৎসকরা এই সময়ে কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন না। আসলে, গর্ভাবস্থায় ওষুধ খাওয়া গর্ভের শিশুর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই লাগাম টানতে হবে জীবনযাত্রার উপর। এর জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমোতে হবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করতে হবে। এছাড়া বেশি করে গোটা শস্য,ফলমূল ও শাকসবজি খান। এবং ফ্যাটযুক্ত খাবার, মটন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। শুধু তাই-ই নয়, ধূমপান ও মদপানের অভ্যাস থাকলে অবিলম্বে তা ত্যাগ করতে হবে।

কিশমিশের গুণে ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল থাকবে বশে

কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সুস্বাদু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে অন্যতম এই কিশমিশ। অনেক খাবারেই কিশমিশ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কিশমিশ সবাই খান, কিন্তু কালো কিশমিশের কথা শুনেছেন? শুকনো আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কালো কিশমিশ খুবই মিষ্টি ও রসালো। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি কিশমিশ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। সারারাত জলে ভিজিয়ে সকালে কালো কিশমিশ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। রক্ত পরিশোধন থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কালো কিশমিশ খুবই কার্যকরী। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে আয়রন সহ বহু উপাদান যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এই কালো কিশমিশ। আসুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই কালো কিশমিশ

রক্ত পরিষ্কার হয়-

আমাদের রক্তে ময়লা জমে ত্বক প্রাণহীন হয়ে যায় এবং ব্রণ ও ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে তা রক্ত থেকে বিষাক্ত, বর্জ্য এবং অপবিত্র পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আসলে, পটাসিয়াম আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, যা উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী।

হাড় মজবুত করে-

পটাশিয়াম ছাড়াও কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপরোসিসের মতো গুরুতর হাড়ের রোগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে হাড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ রাখে। এছাড়া কালো কিশমিশ দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে —

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত কালো কিশমিশ খেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কালো কিশমিশে উপস্থিত পুষ্টিগুণ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, যা চুল পড়া কমাতে পারে। এতে উপস্থিত উচ্চ ভিটামিন সি চুলের পুষ্টি জোগায়, যার ফলে চুলের অকাল পাক ধরা রোধ হয়।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায় —

কালো কিশমিশ কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে উপস্থিত পলিফেনল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ মহিলাদের জন্য ভীষণ উপকারী। কারণ এতে আয়রনের পরিমাণ বেশি। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, যা রক্তল্পতা নিরাময় করে।

ওজন ঝরাতে খালি পেটেই লেবু জলে খান

লেবুর জল আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। লেবুর জল ওজন কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ উপকারী। কিন্তু লেবুর জল ঠিকমতো পান না করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হতে পারে। অনেকেই ওজন ঝরাতে খালি পেটে লেবুর জল খান,এই অভ্যাস খারাপ না ভাল? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কী মত? লেবুর জল শরীরের জন্য উপকারী এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কবে খালি পেটে খেলে হীতে বিপরীত হতে পারে। খালি পেটে এই পানীয় পান করলে পেট ও দাঁত সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। আর কী-কী ক্ষতি করে খালি পেটে লেবু জল? আসুন জেনে নেওয়া যাক

লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়াও লেবুর গুণের শেষ নেই। গরম জলে লেবু খেলে বাড়তি মেদও ঝরে এই নিয়েও কোনও

মতবিরোধ নেই। তবে খালি পেটে নয়। জানুন কী ক্ষতি করছেন নিজের

দাঁতের জন্য খারাপ

খালি পেটে লেমনেড পান করলে দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। লেবুতে অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এটি দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে। এতে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যায়।

জলশূন্যতা

সকালে কিছু না খেয়ে লেবুর জল পান করলে জলশূন্যতা হতে পারে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড রয়েছে। ফলে এতে ঘন-ঘন প্রস্রাব পায় এবং কিডনিতে চাপ পড়ে ও শরীরে জলশূনতা দেখা দেয়।

হাড়ের ক্ষয় খালি পেটে লেবুর জল পান করলে হাড়েরও ক্ষতি করে। খালি পেটে এই পানীয় খেলে হাড়ের মধ্যে উপস্থিত ফ্লুইড শোকাতে শুরু করে, যার কারণে হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রস্রাবের সমস্যা

লেবুর জল মূত্রবর্ধক। খালি পেটে এটি বেশি পান করলে প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে। খালি পেটে লেবু জল পান করার কারণে ঘন-ঘন প্রস্রাব পাওয়ার সমস্যা হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত মাত্রায় লেবু জল পান করলে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। ওজন কমানোর জন্যই মানুষজন পান করে থাকেন এই পানীয়। তবে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ ছাড়া লেবু জল পান না করাই ভাল। এছাড়া মাথায় রাখবেন আরও একটি বিষয়, লেবুর জল পান করার আগে বা পড়ে কোনোও ধরনের দুগ্ধজাত খাবার খাবেন না।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার , মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্যরা।

মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসে কেন্দ্রের সমন্বিত উদ্যোগের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন: ২৬ জুন, আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানালেন যে, মাদক হচ্ছে আমাদের যুবসমাজের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এবং এই সমস্যার মোকাবিলায় মোদি সরকার ''হোল-অফ-গভর্নমেন্ট'' পদ্ধতিতে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি এক পোস্টে বলেন, সরকার মাদক কার্টেলগুলির বিরুদ্ধে নির্মমভাবে আঘাত হানছে এবং আসক্ত যুবসমাজকে সহানুভূতির সঙ্গে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি এই যুদ্ধের ''যোদ্ধা'' ও ''সহযোগীদের'' শ্রদ্ধা জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই দিন ভারতের মাদকমুক্ত ভবিষ্যতের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

চলতি বছরের থিম ''ব্র্যাক দ্য সা হ ্ ে ক ল . ীস্ট পঅর্গানাইজডক্রাইম'' যা সংগঠিত অপরাধ ও মাদক পাচারের চক্র ভাঙার উপর জোর দিচ্ছে। এতে মূল কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধে বিনিয়োগ, ও একইসঙ্গে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে 'নেশামুক্ত ভারত অভিযান'-এর অধীনে জুন মাস জুড়ে দেশজুড়ে ব্যাপক সচেতনতা অভিযান চালানো হয়েছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১৫.৭৮ কোটিরও বেশি মানুষকে মাদকবিরোধী বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫.২৬ কোটি যুবক ও ৩.৩১ কোটি মহিলা রয়েছেন।

এদিকে জাতিসংঘের প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ড্রাগ রিপোর্ট ২০২৫' অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী ৩১৬ মিলিয়ন মানুষ (অ্যালকোহল ও তামাক বাদে) কোনও না কোনও মাদক ব্যবহার করেছেন, যা ২০১৩ সালের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। গাঁজা (২৪৪ মিলিয়ন) সর্বাধিক ব্যবহৃত মাদক, এরপর অপিওয়েড (৬১ মিলিয়ন), অ্যাম্ফেটামিন (৩০.৭ মিলিয়ন), কোকেন (২৫ মিলিয়ন) এবং একস্টেসি (২১ মিলিয়ন) ব্যবহার হয়েছে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশ্বজুড়ে সংকট, যুদ্ধ এবং দারিদ্র্যের কারণে আরও নতুন মানুষ মাদকের ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

ভারত সরকার মাদকবিরোধী লড়াইয়ে একাধিক আইনি ও সামাজিক পদক্ষেপ নিয়েছে। ১৯৮৫ সালের 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট' অনুযায়ী, চিকিৎসা ব্যতীত মাদক ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং চিকিৎসা নিতে আগ্রহীদের জন্য আইনি সুরক্ষা রয়েছে। পাশাপাশি, ১৯৮৮ সালের 'ইলিসিট ট্র্যাফিক অ্যাক্ট' পুনরায় মাদক পাচারে যুক্ত ব্যক্তিদের আটক রাখার বিধান রেখেছে। 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০'-এর মাধ্যমে ওষুধের উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়।

অমিত শাহ এদিনের বার্তায় বলেন, 'আমরা কেবল মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালাচ্ছি না, বরং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আসক্ত যুবসমাজকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতেও কাজ করছি।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস ভারতের মাদকমুক্ত ভবিষ্যতের লক্ষ্যকে আরও দৃঢ় করবে।

৫ আগস্ট 'জুলাই অভ্যুত্থান দিবস' ও ১৬ জুলাই 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস'

৮ আগস্ট পালিত হবে 'নতুন বাংলাদেশ দিবস', ঘোষণা দিল অন্তর্বর্তী সরকার

ঢাকা, ২৬ জুন: বাংলাদেশ সরকার আগামী ৮ আগস্টকে 'নতুন বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দিনটি নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথগ্রহণের বর্ষপূর্তি স্মরণে পালন করা হবে। গত বছরের ৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার পদত্যাগের পর, ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পদত্যাগের পেছনে একটি ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলন ছিল মূল চালিকা শক্তি।

এর পাশাপাশি, সরকার ৫ আগস্টকে 'জুলাই অভ্যুত্থান দিবস' এবং ১৬ জুলাইকে 'শহীদ আবু সাঈদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

গত বছর রংপুরে ছাত্র-আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্র আবু সাঈদ-এর স্মরণে এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিবালয় থেকে এসব দিবস উপলক্ষে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, "প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এসব দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" দিবসগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের নির্দেশিকার 'খ' শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া, গত বছরের ঐতিহাসিক ছাত্র-আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জুলাই ও আগস্ট মাসজুড়ে 'গণআন্দোলন দিবসসমূহ' উদযাপনের জন্য একটি ৩৬ সদস্যের জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জুলাই ১ থেকে আগস্ট ৫ পর্যন্ত ৩৬ দিনব্যাপী উদযাপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছে ইউএনবি।

এদিকে, জাপান সফরের সময় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস ঘোষণা দেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। তার এই ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন তাদের প্রস্তুতি জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে। এই ঘোষণাগুলো দেশব্যাপী রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

গুইঝৌ প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ বন্যা, ৬ জনের মৃত্যু, ৮০ হাজারের বেশি মানুষকে সরানো হয়েছে

বেইজিং, ২৬ জুন : চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গুইঝৌ প্রদেশে টানা ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা জলের কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় বৃহস্পতিবার অন্তত ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গুইঝৌর রংজিয়াং এবং কংজিয়াং কাউন্টিতে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং উজান থেকে জল ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠেছে। এই দুই জেলাতেই এখন পর্যন্ত ৮০,০০০-এর বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

দুই কাউন্টিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ, অর্থাৎ লেভেল-১ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিশেষ করে রংজিয়াং কাউন্টি, যা 'চুন চাও' নামে একটি গ্রামীণ ফুটবল লিগের জন্য দেশজুড়ে পরিচিত, সেখানে সোমবার থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টিপাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

প্রাদেশিক জরুরি বিভাগ বিপর্যস্ত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩০,০০০ বোতল বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ১০,০০০ প্যাকেট ইনস্ট্যান্ট নুডলস, যেগুলো দ্রুতগামী ট্রেন ও সড়কপথে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, গুইঝৌর সানডু কাউন্টিতে বৃষ্টিপাতজনিত ভূমিধসে একটি এক্সপ্রেসওয়ের সেতুর একাংশ ভেঙে পড়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সহানুভূতি জানিয়ে উদ্ধারকাজ ও ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর কাজ জোরকদমে চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

আরবান আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের উদ্যোগে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ জুন : সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের আরবান আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের উদ্যোগে আজ আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে এক প্রকল্প পর্যায়ের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। আগরতলা পুরনিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পুরনিগমের সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, কর্পোরেটর অলোক রায়, কর্পোরেটর সম্পা সরকার চৌধুরী, পশ্চিম জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক দীপকলাল সাহা এবং মেডিক্যাল অফিসার ডা. রণিতা ঘোষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মিনারাণী সরকার রাজ্য সরকার গৃহীত মাদক বিরোধী অভিযান এবং এর প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য অতিথিগণও তাদের বক্তব্যে মাদক বিরোধী অভিযানের বার্তাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সি.ডি.পি.ও. সৌহার্দ্য চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য ২২ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্লাব, এন.জি.ও, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে জোলাইবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতি বৈঠক

আগরতলা, ২৬ জুন : অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও জোলাইবাড়ী জগন্নাথ মন্দিরে অনুষ্ঠীত হতে যাচ্ছে ঐতিয্যবাহী রথযাত্রা উৎসব। জোলাইবাড়ী ব্যাবসায়ী সংঘ ও উত্তর জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্দ্যোগে এই রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত করা হয়। বৃহস্পতীবার রথযাত্রা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রকরে অনুষ্ঠীত করাহয় এক প্রস্তুতি বৈঠক। বৈঠক শেষে রথাযাত্রা উৎসবের বিভিন্ন দিকগুলো পরিদর্শনকরে বৈঠকে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা। জোলাইবাড়ী রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্রকরে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্তথেকে কাঠের বিভিন্ন সামগ্রী সহ অন্যান্য সামগ্রীনিয়ে হাজির হয়েছে দোকানদাররা। এই রথযাত্রা উৎসবের দশ হাজারের উপরে লোকজনের সমাগম হবেবলে আশাব্যক্তকরেন মেলাকমিটির উদ্দ্যোগতারা। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকাথেকে এই রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠীতহবে। রথযাত্রায় উপস্থিত থাকবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া সহ অন্যান্যরা। রথযাত্রা উৎসবের প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, এগ্রিস্টেন্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট জয়দেব দত্ত, উত্তর জোলাইবাড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান গোপাল বৈদ্য, উপপ্রধান মিঠুন সাহা, মার্সেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট গৌতম লোধ, বাজার কমিটির সম্পাদক সুদীপ গোপ সহ অন্যান্যরা। আজকের এই বৈঠক ও আগামীদিনের কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ব্যাবসায়ী সংঘের সম্পাক সুদীপ গোপ।

আগরতলা ফ্লাওয়ার ক্লাবের থিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ২৬ জুন : বৃহস্পতিবার আগরতলা ফ্লাওয়ার ক্লাবের থিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

আগরতলা ফ্লাওয়ার ক্লাবের শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ এর থিমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ ক্লাব কর্মকর্তারা।

এই বছরের তাদের পূজার থিম হল তিরুপতি মন্দির।

পাশাপাশি ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। যেখানে প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বহির রাজ্য পশ্চিমবাংলার শিল্পী দ্বারা তৈরি হবে মূর্তি ও প্যান্ডেল।

রহস্যজনকভাবে এক

● প্রথম পাতার পর

চোখের সমস্যায় ভুগছেন রাজ্যে এবং বহি রাজ্যে বিভিন্ন ডঃ দেখানোর পরও তিনি সুস্থ হননি অবশেষে মৃত্যুর পথ বেছে নিলেন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নবীন প্রবীণ ও এলাকার শিক্ষা অনুরাগী মহল এর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুকালে এক মেয়ে স্ত্রী অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

রাজ্যের নানা

● প্রথম পাতার পর

বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য বলেন, রাজ্য বিজেপি তাদের জনজাতি সংঘটনকে বিভ্রান্ত করে তাদের লেলিয়ে দিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সরকারি আবাসে হামলা সংঘটিত করেছে। ওই ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানাই জেলা কংগ্রেস কমিটি। তিনি বলেন, সুদীপ রায় বর্মণ বিজেপির মধ্যপ্রদেশে বিজেপির এক বিধায়ক কিভাবে এক উপজাতি ব্যক্তির উপর প্রস্রাব করে দিয়ে ছিলেন তার তথ্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেন। আর এই তথ্য সামনে আসতেই রাজ্য বিজেপি চরম অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে তাদের জনজাতি সংগঠনকে বিভ্রান্ত করে দলের গুন্ডা বাহিনীকে দিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের সরকারি আবাসে হামলা করিয়েছে। আসলে বিজেপি বুঝতে পেরেছে যে, এই রাজ্যে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। তাই মানুষকে বিভ্রান্ত করে হামলা হুজ্জতির মাধ্যমে ক্ষমতায় ঠিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু মানুষ এখন আর বোকা নয় যোগ্য সময়ে যোগ্য জবাব দিতে এই রাজ্যের মানুষ এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

ষাটোর্দ্ধ মহিলার রেলে কাটা পরে

● প্রথম পাতার পর

আসছিল। ষাটোর্দ রুশিয়া বেগম রেলে কাটা পড়ে। বাড়ি উদয়পুর দাতারাম এলাকায়। অপর ছোট বোন অক্ষত আছে বলে জানা যায়। দুই বোন মামার বাড়ি থেকে ফিরছিলো। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। রুশিয়া বিবির নিথর দেহকে ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আগামীকাল ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা যায়। এই ঘটনায় রাজধনগর ও দাতারাম এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।ঘটনা বৃহস্পতিবার বিকেল ছয়টা নাগাদ উদয়পুর শালগড়া এলাকায়। ওই মহিলা শালগড়া থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে খিলপাড়া বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।

কংগ্রেস জনবর্জিত, জনজাতিদের

● প্রথম পাতার পর

মন্ডল সভাপতি নকুল পাল, ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত, বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিজেপি দলের সাংগঠনিক বৈঠক ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। তিনি বলেন কেন্দ্র এবং রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি দল। তাই সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি কার্য্যকর্তাদের সামনে তুলে ধরে জনগণের কাছে পৌঁছানোই হলো লক্ষ্য। সম্প্রতি বিজেপি দল এবং জনজাতিদের নিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের মন্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন এরা জনবর্জিত, কখনোই ত্রিপুরার লোকদের এবং জনজাতিদের ওরা ভালোবাসেনি, সম্মান করেনি। এরা অন্যের সমালোচনা করে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। কারণ জনজাতিদের মধ্যে এদের অর্থাৎ কংগ্রেসের কোন অস্তিত্বই নেই।

দক্ষিন জেলার সারাসীমার রাহুল দেবনাথ প্রায় ৮০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ। এবার উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ৬৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিপ্লব কুমার দেবের কাছে, তাঁর উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি ল্যাপটপ দাবি করেছিল। আজ তিনি নিজে রাহুলের হাতে ল্যাপটপটি তুলে দিলেন। রাহুলের মা মানুষের বাসায় কাজ করে সংসারের খরচ বহন করেন।

প্রথম ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার ড্রাগন মহাকাশযানে করে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছনোর পর তিনি জানালেন, এখানে এসে নিজেকে আরও ভালো লাগছে। পৃথিবীকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারা এক বিরল সৌভাগ্য। মহাকাশ স্টেশনের আনুষ্ঠানিক স্বাগত অনুষ্ঠান চলাকালীন শুভাংশু বলেন, আমি মহাকাশচারী ৬৩৪। এখানে থাকতে পারা সত্যিই এক গর্বের বিষয়।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ঢোকার মুহূর্তটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, যখন আমি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে প্রবেশ করলাম এবং এই দারুণ ক্রুদের সঙ্গে দেখা হলো, মনে হলো যেন আপনারা আমাদের জন্য নিজেদের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে কতটা মুগ্ধ করেছে, তা স্পষ্ট তাঁর কথাতেই, আমি এখানে আসার আগে যা আশা করেছিলাম, বাস্তবে তা ছাপিয়ে গেছে। সেই অসাধারণ দৃশ্য তো অবশ্যই, কিন্তু তার থেকেও বড় বিষয় হলো, আপনারা সবাই।

পরবর্তী ১৪ দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আশাবাদী শুভাংশু বলেন, এই সময়টা হবে অসাধারণ। আমরা একসঙ্গে বিজ্ঞান ও গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। আমি খুবই আশাবাদী যে এই দুই সপ্তাহ দুর্দান্ত কাটবে, এবং আমরা একসঙ্গে অসাধারণ কাজ করব। উল্লেখ্য, শুভাংশু শুক্লা হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রেখেছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক মিশন শুধুই ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত।

ধারালো দা কুপিয়ে স্ত্রী ও

● প্রথম পাতার পরট

স্ত্রী সবিতা নমঃশুদ্র এবং ছেলে অমিত নমঃশুদ্রের আত্মচিৎকারে অন্যান্যরা ছুটে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি দেখে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়।

অন্যদিকে, সংবাদ লেখা পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযুক্ত প্রদীপ নমঃশুদ্রের বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে খবর। ওই ঘটনায় জেরে গোটা মাইগঙ্গা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

৩৪৫টি রাজনৈতিক দল

● প্রথম পাতার পর

অন্যায়ভাবে বাদ না পড়ে, সেই জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে শোকজ নোটিশ জারি করবেন এবং পরে সেই দলগুলিকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভারতের নির্বাচন কমিশন গ্রহণ করবে। ভারতে রাজনৈতিক দল (জাতীয়/রাজ্য/নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল) নির্বাচন কমিশনের অধীনে ১৯৫১ সালের 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন' ধারা ২৯৭ অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়। এই ধারার অধীনে কোনো সংগঠন রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধিত হলে তারা কর ছাড় সহ বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে।

এই উদ্যোগ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিষ্কার এবং শৃঙ্খলিত করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। এমন সব দল যারা ২০১৯ সাল থেকে লোকসভা বা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বিধানসভা বা উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি এবং যাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এই প্রথম ধাপে ৩৪৫টি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল চিহ্নিত হয়েছে এবং এই কার্য্যক্রম ভবিষ্যতেও চলবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও কার্য্যকর রাখার লক্ষ্যে। ভারতের নির্বাচন কমিশন এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছে।

কর্মচারীদের বদলি নীতির

● প্রথম পাতার পর

প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি জোর দিয়ে বলছেন দেশের শেষ প্রান্তে যারা এখনো উন্নয়নের ছোঁয়া দেখে নি তাদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে হবে। যখন অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়ন পৌঁছে যাবে এবং জীবন মানের উন্নতি হবে তখন রাজ্য ও দেশ উন্নত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা আমাদের একটা বিশেষ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আজ শুধু মধুপুরে নতুন স্কুল ভবন উদ্বোধন হচ্ছে সেটা নয়, প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষণ প্রণালীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে মাটির পুতুল। তাদের যেভাবে গড়ে তোলা হবে সেভাবেই তারা গড়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুণগতমান বৃদ্ধি করার জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টেট এর মাধ্যমে ভালো শিক্ষকদের স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া ও ডিজিটাল ত্রিপুরা এর লক্ষ্যে স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাশ, আইসিটি ল্যাব, থিঙ্কারিং ল্যাব চালু করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে যেসব ঘাটতি রয়েছে সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে এবং আগামীতেও করা হবে। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে গত বছরের তুলনায় ফলাফল অনেক ভালো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এখন টিবিএসই, সিবিএসই সহ বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হচ্ছে। তবে শুধু পড়াশুনা নয়, ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের দিকটাও দেখতে হবে। ছোটবেলা থেকেই তাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দেশের মহান ব্যক্তিদের জীবন সম্পর্কে অবগত করতে হবে তাদের। ভালো মানুষ হওয়ার চিন্তাধারা তাদেরকে দিতে হবে। কারণ ছোট থেকেই ভিত মজবুত করলে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। সম্প্রতি দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা পূর্ণ সাক্ষর রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে। মোট ৯৫.৬ু সাক্ষরতা নিয়ে এই মর্যাদা অর্জন করেছে ত্রিপুরা। যা আমাদের জন্য খুবই গর্বের ও আনন্দের বিষয়। তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাই সাইকেল প্রদানের ব্যবস্থা করেছে আমাদের সরকার। উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ১৪০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হয়েছে। এতে তারা আরো উৎসাহিত হবে। ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে নতুন স্কুল ভবন নির্মাণে ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২৪ - ২৫ অর্থবর্ষে আরো ৩৪৬টি স্কুলে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ব্যয় করা হয়েছে ৮০.৮৭ কোটি টাকা। ২০২৫ - ২৬ অর্থবর্ষে ৩০টি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হবে ২৬৪ কোটি টাকা। গত মে মাসে রাজ্যে আরো ৫টি স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন আতুসি দাস, শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এর পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে পূর্ব গকুলনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের ন্যাশনাল কোয়ালিটি অফ ইন্সুরেন্স সার্টিফিকেট বিতরণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

টিইসিসি অফিসটি ভাঙচুর করতে গেলে প্রশাসনকে কাজে বাধা স্থানীয়দের

আগরতলা, ২৬ জুন : গন্ডাছড়া মহকুমার বিভাগীয় সিপিআইএমের অঙ্গ সংগঠন টিইসিসি সমন্বয় কমিটির প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরাতন দলীয় অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় প্রশাসনের সঙ্গে তুমুল তরজা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার টিইসিসি দলীয় অফিসটি ভাঙচুর করতে গেলে কাজে বাধা দেয় স্থানীয় নেতৃত্বরা। এতে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার গন্ডাছড়া বাজার এবং দুর্গাপুর গ্রামের মাঝে অবস্থিত গন্ডাছড়া পঞ্চায়েত লেইক। ওই লেইকটি ছিল বাজার ব্যবসায়ী এবং দুর্গাপুর বাসির প্রাণ বা নাভি। গন্ডাছড়া বাজার এবং দুর্গাপুরে কোন আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে ওই লেইকের জলই একমাত্র ভরসা। যদিও গত বাম জমানায় ওই লেইকটি ধীরে ধীরে পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে। লেইকের পাড়ে বসবাসরত একাংশ পরিবারের লেট্রিনের আউট লাইন ছেড়ে দেওয়া হয়।ওই লেইকে ফলে ধীরে ধীরে ময়লা আবর্জনায় পরিপূর্ন হয়ে অব্যবহার যোগ্য হয়ে পড়ে লেইকের জল। পরবর্তী সময় সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ওই লেইকের মেরামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হয় বলে জানা যায়। ২০২৫ সালে অর্থাৎ ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে ওই পঞ্চায়েত লেইকটির মেরামত সহ লেইকের চার পাশে রাস্তা করা, রেলিং দেওয়া, শিশুদের জন্য পার্ক তৈরী করা, যানবাহনের জন্য পার্কিং ব্যবস্থা করার কাজে হাত দেয় স্থানীয় প্রশাসন। মাসাধিকাল পূর্বে পরিত্যাক্ত ওই লেইকের চার পাশে ঘন জঙ্গল কাটিং করা হয়। দেখা যায় স্থানীয় তহশিলদারের মাফজোকে লেইকের পাড়ের প্রায় ৫৯টি পরিবারের ঘরবাড়ি সহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হয়।

তাছাড়াও লেইকের উত্তর অংশে পঞ্চাশ বছরের পুরনো টিইসিসি -র একটি দলীয় অফিসটি সম্পূর্ণভাবে ভাঙতে হয়। বৃহস্পতিবার বেলা দশটায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ড্রজার নিয়ে যখন টিইসিসি অফিসটি ভাঙছিলেন তখন দল বেঁধে সিপিআইএম নেতৃত্ব এবং কর্মীরা কাজের গোড়ায় এসে কাজে বাধা দেন। এই বেআইনি ভাঙ্গনের প্রতিবাদ জানান সিপিএম কর্মীরা। কাজের গোড়ায় প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিএম বাবুল মালাকার। পরিশেষে কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় মহকুমা প্রশাসন।

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে গোমতী জেলায় রক্তদান শিবির ও সম্মাননা প্রদান

উদয়পুর, ২৬ জুন : বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে আজ গোমতী জেলা স্বাস্থ্য ও জেলা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে রাজর্ষি মাল্টি-কালচারাল সেন্টারে একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়।গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কমল রিয়াং জানান, এই শিবিরে মোট ১৫ ইউনিট রক্ত স্বেচ্ছায় দান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫ম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর একাই ১০ ইউনিট রক্ত দিয়েছে, এবং নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় থেকে এসেছে ৩ ইউনিট রক্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জীবন রক্ষায় সাধারণ মানুষের অঙ্গীকারের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।এছাড়াও, জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসন আজ সেই শীর্ষ ৫টি সংস্থাকে সম্মানিত করেছে যারা রক্তদান শিবির আয়োজন করে ৯০ ইউনিটের বেশি রক্ত সংগ্রহ করেছে। এই তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৫ম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর। বিএসএফ, বাগমা, এবং রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ স্কুল যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে, আর ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট পেয়েছে তৃতীয় স্থান। এই সম্মাননা রক্তদাতাদের নিরলস প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয় এবং অন্যদেরও এই জীবনদায়ী কাজে উৎসাহিত করবে।ত্রিপুরা সুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, এবং গোমতীর জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৫ম ব্যাটেলিয়ন টিএসআর-এর কমান্ড্যান্ট, এসডিপিও উদয়পুর নির্বাণ দাশ, এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের উপ-অধিকর্তা সঞ্জিত রুপিনি। এই সকল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি রক্তদান আন্দোলনের প্রতি সরকারি ও সামাজিক অঙ্গীকারকে আরও সুদৃঢ় করেছে। এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে আরও বেশি মানুষকে রক্তদানে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। রক্তদান উৎসবে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সভাকে ম্লান করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে শহরে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি

আগরতলা, ২৬ জুন : নেশা মুক্ত রাজ্য গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে মহিলা কলেজের ছাত্রীরা আগরতলা শহরে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করলো। মুখ্যমন্ত্রীর নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের আহবানে সাড়া দিয়ে মাদক এক সর্বনাশা নেশা এই স্লোগানকে সামনে রেখে উইমেন্স কলেজ এন.এম.এস ইউনিটের উদ্যোগে আজ ২৬ জুন বৃহঃস্পতিবার পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস।

এদিন স্বেচ্ছাসেবীরা বনমালী পুর এলাকায় পথচলতি সাধারণ মানুষদের হাতে মাদকের কুফল সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক লিফলেট তুলে দেয় ঊ সমাজের সব অংশের নাগরিকদের প্রতি স্বেচ্ছাসেবীদের আহ্বান সবাই যেন মাদক নামক নেশার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সঠিক নেশা কারবারীদেরকে ধরিয়ে দেন। যাতে আমাদের সমাজের কোন যুবককেই আর নেশা মুক্তি কেন্দ্রে যেতে না হয়। সুন্দর ও সাবলীল এবং সুস্থ সমাজ গঠনের দাবী জানান তারা। আমাদের অঙ্গীকার হোক নেশামুক্ত সমাজ আমরা গড়বই। উক্তকর্মসূচিতে ছাত্রীদের পাশে অনেক অভিভাবকরাই উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র কর্মসূচিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য।

ধর্মনগরে ধরতি আভা জন ভাগিদারী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ২৬ জুন : যুবরাজনগর আর ডি. ব্লকের অন্তর্গত মধুবন এডিসি গ্রামে ধরতি আভা জন ভাগিদারী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে প্রকৃতি, অধিকার এবং সচেতনতার মেলবন্ধনে এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই বিশেষ দিনের মূল আকর্ষণ ছিল বন অধিকার বিষয়ক এক বিশদ আলোচনা, যা স্থানীয় জনগণকে অধিকার ও উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা নাথ, রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অপর্ণা সিনহা নাথ, মন্ডল সভাপতি কিরণ শঙ্কর নাথ এবং ধর্মনগর মহকুমার মহকুমাশাসক সজল দেবনাথ, সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও সামাজিক বিশিষ্টজনেরা।বিশেষ এই গ্রামসভায় স্থানীয় গ্রামবাসী, ছাত্রছাত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

ধরতি আভা জন ভাগিদারী অভিযান-এর এই ধাপটি পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং আদিবাসী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এক সাহসী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়।অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ রক্ষা, অধিকার সচেতনতা এবং একযোগে সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। দিনটি হয়ে ওঠে একদিকে শিক্ষণীয়, অন্যদিকে অনুপ্রেরণামূলক যেখানে পরিবেশ, অধিকার ও অংশগ্রহণ এই তিন মূল স্তম্ভে গঠিত উদ্যোগ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এক নতুন দিশা নির্দেশ করে।

এনসিসি ক্যাডেটদের ৭ দিনব্যাপী বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

আগরতলা, ২৬ জুন : আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনসিসি ক্যাডেটসদের বার্ষিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের আই জি (ট্রেনিং) কাইরি মারাক। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এনসিসি একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী। বিভিন্ন দুর্যোগের সময় এনসিসি ক্যাডেটসরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। আগামী দিনে তারা সমাজের নানা প্রয়োজনে এগিয়ে আসবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ, পুর্নবাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দুয়াতি, বিপর্যয় মোকাবিলার রাজ্য প্রকল্প আধিকারিক ড. শরৎ কুমার দাস এবং ১৩ এনসিসি ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডিং অফিসার সি রাজশেখর প্রমুখ। ৭ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রায় ৪০০ জন এনসিসি ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিবিরে প্রধানত বিপর্যয় মোকাবিলা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে বন্দেমাতরম মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন : ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ জুন : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে বৃটিশদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, দেশপ্রেমী। বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে বন্দেমাতরম মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ। যেটা দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চেয়েছিলেন। যা আজও প্রাসঙ্গিক। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, আজ দেশের রাষ্ট্রপতি মহিলা, অর্থমন্ত্রী মহিলা। আজ রাজ্যে চার হাজারের অধিক মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে এখন অনেকে এইচ আই ভি/এইডস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রাজো ৪০টি অনাথ আশ্রম রয়েছে। এই সামাজিক ব্যাধি নির্মলীকরণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য ধীরে ধীরে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। স্বদেশ প্রেম শুধু আবেগ নয়, এক পবিত্র কর্তব্য ও সংগ্রাম। আমাদের দেশ ও রাজ্য তখনই শ্রেষ্ঠ ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে যখন আমরা সবাই মিলে সামাজিক ব্যাধি দূর করতে এগিয়ে আসব।

অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচিত ”আনন্দ মঠ” উপন্যাসে দেশকে প্রথম মা হিসেবে তুলে ধরেছেন। স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও কর্মধারা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁর রচিত ”আনন্দ মঠ” একটি কালজয়ী উপন্যাস। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ২০২০ সাল থেকে প্রতিটি জেলায় এরূপ অনুষ্ঠানের আয়জন করছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের বিশিষ্ট লেখক ও প্রভাষক ড. প্রণব কুমার দাস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা (কেন্দ্রীয়) বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার রুমি দেব। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবস্বর আলী ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জওহর সাহা প্রমুখ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করে এমবিবি মহাবিদ্যালয়, দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে মহিলা মহাবিদ্যালয় এবং তৃতীয়স্থান অধিকার করে সরকারি আর্ট এন্ড ক্র্যাফট মহাবিদ্যালয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ট্রফি ও শংসাপত্র তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ।

ঊনকোটি হাসপাতালে ”জন ঔষধি কেন্দ্র” বন্ধ, প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্যব্যবস্থা

আগরতলা, ২৬ জুন : ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ‘জন ঔষধি কেন্দ্র’ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। সরকারের নির্ধারিত মূল্যে জেনেরিক ওষুধ প্রদানের লক্ষ্যে এই কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও, আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।

গত ২৭ মার্চ টেন্ডার পেয়ে ব্যবসায়ী নুরুল আমিন খাদিমকে কেন্দ্রটি চালুর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ২৭ জুনের মধ্যে এটি খোলার কথা ছিল। কিন্তু ২৭ শে জুনের মাত্র একদিন বাকি থাকলেও আজ পর্যন্তও কেন্দ্রটি চালু হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠছে, প্রাপক এখনও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেননি। এমনকি হাসপাতালের সামনেই তাঁর একটি ফার্মেসি রয়েছে, যা থেকে ব্যবসায়িক স্বার্থে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছেন বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ রোহন পাল জানান, ২৭ জুনের মধ্যে কেন্দ্র চালু না হলে ২৮ জুন কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হবে এবং ডিএইচএস-এর নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন নজর ২৮ জুনের দিকে সেই দিনই জানা যাবে, গরিব মানুষের জন্য আদৌ কিছু করছে কি না কর্তৃপক্ষ।

জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব এলাকা পরিদর্শনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

আগরতলা, ২৬ জুন : বেশ কিছুদিন ধরেই মাস্টার পাড়া এলাকায় জল বাহিত রোগ জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। আজ সেই এলাকা পরিদর্শন গিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। তিনি বাড়ি বাড়ি যান এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরেই মাস্টার পাড়া এলাকায় জল বাহিত রোগ জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। ওই এলাকায় নতুন করে ডিডব্লিউএস থেকে পরিশোধিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সেই জল খেয়েই জন্ডিসের প্রাদুর্ভাব সেই এলাকায় দেখা দেয় বলে অভিযোগ। ওই নিয়ে সংবাদ পেয়ে নড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। পরবর্তী সময়ে বাড়ি বাড়িতে পাঠানো হয় আশা কর্মীদের এবং খোঁজখবর নেওয়া হয়। আজ সেই এলাকা পরিদর্শন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিন আশিস কুমার সাহা বলেন, জন্ডিস প্রাদুভার্ব এলাকার বাড়ি বাড়ি যান এবং রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের সবারই অভিযোগ, পরিশোধিত পানীয় জলের নামে নিম্নমানের জল সাপ্লাই দেওয়ার জন্যই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বর্ষার নোংরা জল পরিশোধিত জলের সঙ্গে মিশে বাড়ি বাড়িতে যাওয়ার ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব। অবিলম্বে পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন আশীষ বাবু।

রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাবে পরপর তৃতীয়বারের সম্পাদক পদে সৈকত সাহা

বিশালগড়, ২৬ জুন : রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাবে পরপর তৃতীয়বারের সম্পাদক পদে সৈকত সাহা।বিশালগড় বনেদি ক্লাব গুলির মধ্যে অন্যতম রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাব।প্রত্যেক দু”বছর অন্তর অন্তর উক্ত ক্লাবের কমিটি গঠন করা হয়।

কিন্তু বিগত তিন বছর যাবত রাউৎখলা যুব সংস্থা ক্লাবকে সুনামের সহিত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং রাজ্যস্তরে এই ক্লাবের নামকে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে যার ভূমিকা অপরিসীম। ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা সেই ব্যক্তির যোগ্য সম্মানটুকু দিয়ে তাকে প্রত্যেক বছর সম্মান জানান। পাশাপাশি বিগত পরপর তিন বছরে ক্লাবের সম্পাদক হিসেবে সৈকত সাহাকে নির্বাচিত করেছেন। বুধবার পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বিগত দু বছরে ক্লাব কমিটির মেয়াদ শেষ হবার পর ক্লাব চত্বরে সন্ধ্যায় সমস্ত সদস্যদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে দুবছরের হিসাব নিকাশ তুলে ধরেন ক্লাবের পূর্বতন কোষাধ্যক্ষ শিব পদ ঘোষ। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে পুনরায় পূর্বতন ৩১ জনের যে কমিটির হয়। তাকেই বহাল রেখেছেন ক্লাব সদস্যরা।

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ধর্মনগরে

আগরতলা, ২৬ জুন : বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও “বন্দেমাতরম্”-এর স্রষ্টা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যকীর্তি ও সমাজচিন্তার ওপর আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রিপন চাকমা এবং সঞ্জীব কুমার দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সমর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা। অনুষ্ঠানে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার পাঠ, সংগীত পরিবেশনা এবং তাঁর জীবনের উপর আলোকপাত করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিকের আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস। উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল একজন লেখক নন, বরং ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর জীবন ও কর্মকে স্মরণ করেই এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এক অনন্য গুরুত্ব বহন করে।

মাদকমুক্ত ভারত অভিযানে উদয়পুরে কর্মশালা

উদয়পুর, ২৬ জুন : মাদকমুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ড্রাগ রিভিউস এন্ড ইলিসিট ট্রাফিকিং কাম ওয়ার্কশপ।আজ উদয়পুর রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেব রায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, আরক্ষা দপ্তরের অধিকারীক সহ অন্যান্যদের সাথে সমবেত হয়ে এই শপথ পাঠ হয়।। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা ছাত্র- ছাত্রীদেরকেও সংকল্প করা হয়।আগামী প্রজন্মকে একটি সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে আমরা সকলের সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করব। আজ যারা ছাত্র আগামীকাল তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, তাই বর্তমান প্রজন্মকে এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তর দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবির ও বিভিন্ন কর্মসূচির সূচনা করি। শপথের মূলকথা,আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমার দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনিও এই মহৎ কাজে এগিয়ে আসুন, সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন। বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা পরিষদের জেলা সভাধিপতি দেবল দেব রায়, উদয়পুরের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার ,কাকরা বন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ,উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্বাণ দাশ ,গোমতি জেলা সিএমও কমল রিয়াং, ঘুমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক ইনচার্জ বিকাশ নাথ সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।যুবসমাজ যেকোনো জাতির শক্তি। এই সমাজ ও দেশের উন্নয়নে যুবসমাজের শক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই, মাদকমুক্ত ভারত অভিযানে সর্বাধিক সংখ্যক যুবকের যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরা নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শপথ নেই যে, কেবল সম্প্রদায়, পরিবার, বন্ধুবান্ধব নয়, বরং আমরাও মাদকমুক্ত থাকব কারণ পরিবর্তন নিজেদের দিয়ে শুরু করা উচিত।তাই আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের গোমতী জেলাকে মাদকমুক্ত করার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিই নেশা মুক্তির জন্য সংকল্প করা হয়।আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমার দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন সাব্রুমে

বিলোনিয়া, ২৬ জুন : সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজ ও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আজ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

২০২৫ বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবসের থিম হল: ’ প্রমাণ স্পষ্ট: প্রতিরোধে বিনিয়োগ করুন। অর্থাৎ আগামী ১২ মাস ধরে মাদকের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচারের চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়াকে রূপ দেওয়া, সকলকে সচেতন করা।

উপস্থিত ছিলেন ডা. সৌমিক হাজরা, মেডিকেল অফিসার, এসওএসটি সেন্টার, এমডিএইচ, সাব্রুম সাউথ ত্রিপুরা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার এবং অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের তাৎপর্য আলোচনা করেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কলেজ এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারীসহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

এদিন ডা. হাজরা বলেন, প্রতি বছর ২৬ শে জুন বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস, ১৯৮৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সমাজকে মাদকমুক্ত করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করে। ২৬শে জুন মাদক বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের আহ্বান জানানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। তিনি বলেন নেশা মুক্ত ভারত অভিযান একটি ত্রিমুখী উদ্যোগ যা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, প্রচার ও সচেতনতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নের চাহিদা হ্রাস প্রচেষ্টা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে চিকিৎসার সমন্বয়ে গঠিত। মাদক সেবনের ও বানিজ্য স্বাস্থ্য, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান করেন।

মাদক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন রোগ, যেমন - ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট, ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং নতুন প্রজন্মকে মাদকদ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা করা, মাদকমুক্ত জীবন বেছে নিতে উৎসাহিত করা ভীষন প্রয়োজন। মাদক সেবনের ফলে বিভিন্ন প্রকার জটিল রোগ ছাড়াও মাদক সেবনের কারণে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য ও শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। মানব সম্পদ পৃথিবীর সর্বোচ্চ মূল্যবান সম্পদ। তাই সকলকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। উপস্থিত অতিথিরা সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়ার আবেদন করেন। স্বাস্থ্যই সম্পদ, কেবলমাত্র সুস্থ সবল মানুষই সঠিক সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে সক্ষম।

এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুরে বিজেপি জনজাতি মোর্চার বৈঠক

আগরতলা, ২৬ জুন : আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি জনজাতি মোর্চার শক্তিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই আজ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের কল্যাণপুরে সাংগঠনিক এই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শবিকাশ দেববর্মা। সভায় এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ জনজাতি মোর্চার রাজ্য সহ-সভাপতি বিদ্যুৎ দেববর্মা এবং খোয়াই জেলার বিজেপি জনজাতি মোর্চার বিভিন্ন নেতৃত্ববৃন্দ।

এই সভায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ২০২৬ সালের এডিসি নির্বাচনে বিরোধী দল একটি আসনেও জয়ী হতে পারবে না এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের সাংগঠনিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেক কর্মীকে মাঠে নামতে হবে, জনগণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, যেখানে বিজেপি আছে, সেখানে উন্নয়ন আছে। তাই জনগণ এখন আর বিভ্রান্ত হবে না।” সভায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দও দলীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। সভাটি দলীয় কর্মীদের মধ্যে নবউদ্যম সৃষ্টি করে। উপস্থিত সকলে এডিসি নির্বাচনে দলকে জয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবসে কৈলাসহরে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান

আগরতলা ২৬ জুন : আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস উপলক্ষে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক সচেতনতামূলক র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর, কৈলাসহর পুর পরিষদ এবং টিইউএলএম-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে মাদক ও অবৈধ পাচারজনিত সমস্যার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্র চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে। এরপর কলাক্ষেত্রের সভাগৃহে আয়োজিত হয় মূল অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শক বিদ্যাসাগর দেববর্মা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শির্ষেন্দু চাকমা, ঊনকোটি জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, বিশিষ্ট সমাজসেবক সন্দীপ দেবরায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২৬ জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস, যার মূল উদ্দেশ্য হলো মাদক ও নেশার কুফল সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা। কৈলাসহরের এই উদ্যোগ সমাজকে নতুন বার্তা দিল “মাদক নয়, জীবনকে ভালোবাসুন”।

নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

আগরতলা, ২৬ জুন : নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার অভিযুক্ত করে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে পসকো আইন অনুযায়ী মামলা নেওয়া হয়েছে। তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার মৃত পিয়ারী মোহন দেবরায়ের ছেলে লিটন দেবরায় গত ১৯ তারিখ তার বাড়ির ভাড়াটিয়ার ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরের দিন বামুটিয়া ফাঁড়িতে লিটন দেবরায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে নাবালিকার পরিবার।পরবর্তী সময়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মোহনপুর মহকুমা কমিটি অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে ফাঁড়িতে ডেপুটেশনও প্রদান করে। এই ঘটনায় শাসক বিরোধী সবাই পরিবারটির পাশে দাঁড়ায়। পুলিশ মামলা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়ে চড়ে বসে।বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি অ্যান্থনি জমাতিয়া জানান ,এই সকল ঘটনায় কোনো প্রকার বিলম্ব হবে না। তার কথা অনুযায়ী ৫ দিনের মাথায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি টিম অ্যান্থনি জমাতিয়া।এই পুলিশ টিম বুধবার সারা দিন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাশিপুর থেকে এই নরপিশাচকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময় তাকে নিয়ে আসা হয় লেফুঙ্গা থানায়।এই বিষয়ে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান লিটন দেবরায়ের বিরুদ্ধে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং বুধবার সকালে বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি অ্যান্থনি জমাতিয়ার নেতৃত্বে একটি পুলিশ টিম অভিযুক্তকে কাশিপুর থেকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে পসকো আইন অনুযায়ী মামলা নেওয়া হয়েছে।। তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, এই লিটন দেবরায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বামুটিয়ার জনগণের। গোটা বিষয়ে তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

তেলিয়ামুড়ায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস এবং জনজাতীয় গৌরব বর্ষ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের ব্যবস্থাপনায় এক আন্তঃগ্রামীণ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় মুঙ্গিয়াকামি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় অংশগ্রহণ করে ব্লকের ১৪টি এডিসি ভিলেজের প্রতিনিধিত্বে গঠিত দুইটি দল 'খোয়াই পাড়া' ও 'ইয়াং পাড়া'।

দুই দলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে ২-১ গোলে বিজয়ী হয় খোয়াই পাড়া।

খেলাটি ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। মাঠজুড়ে উল্লাস, হর্ষধ্বনি ও ফুটবলের প্রতি ভালোবাসার এক চিত্র ফুটে ওঠে। শুধু একটি খেলা নয়, এই ম্যাচ ছিল যুবসমাজকে মাদকমুক্ত রাখার এক প্রতীকী প্রচেষ্টা। ফুটবল ম্যাচ শেষে আয়োজিত হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্লকের ভিডিও দীপ্তেনু দেববর্মা ও ব্লক চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এবং রানার্স-আপ দলকেও সম্মাননা প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে যে মাদকবিরোধী অভিযান চলছে, তা সফল করতে হলে যুব সমাজকে খেলাধুলার দিকে এগিয়ে আনতেই হবে। একমাত্র খেলাধুলাই পারে তরুণ প্রজন্মকে নেশার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে।"মন্ত্রী মাঠে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও মনোনিবেশ করতে হবে।

সুস্থ দেহ, সতেজ মন এবং স্বপ্নপূরণের জন্য খেলাধুলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"এই ধরনের উদ্যোগ জনজাতি এলাকায় সামাজিক সচেতনতা ও ইতিবাচক অভ্যাস গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। খেলাধুলার ময়দান যে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার নয়, বরং সমাজ গঠনের এক দৃঢ় মাধ্যম মুঙ্গিয়াকামির মাঠে সেই বার্তাই যেন প্রতিধ্বনিত হলো।

দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে আজ মৌচাক-নবোদয়, স্কাইলার্ক-পুলিশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে আগামীকাল দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মৌচাক ক্লাব খেলবে নবোদয় সংঘের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় স্কাইলার্ক ক্লাব এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী ঘরোয়া বি ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট জমজমাট পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ পর্যন্ত ২২ টি ম্যাচের শেষে ঐকতান যুব সংস্থা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

পাঁচ ম্যাচ থেকে ১৩ পয়েন্ট পেয়ে। দ্বিতীয় শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১০ পয়েন্ট নিয়ে। আগামীকাল বিকেল চারটার ম্যাচে যে দুই দল খেলবে, তাদের মধ্যে মৌচাক তৃতীয় জয়ের লক্ষ্যে খেলবে। অপরদিকে নবোদয়ের টার্গেট রয়েছে দ্বিতীয় জয়ের। মৌচাক এ পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। নবোদয়ের পকেটে রয়েছে পাঁচ পয়েন্ট। মৌচাক স্কাইইলার্ককে ৪-২ গোলে এবং সরোজ সংঘ কে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছিল। গোলশূন্য ড্র তে ম্যাচ নিস্পত্তি করতে হয়েছিল ঐকতান যুব সংস্থার সঙ্গে। এদিকে নবোদয় প্রথম ম্যাচে ত্রিবেণীকে ২-০ গোলে পরাজিত করলেও পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং সরোজ সংঘের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে পয়েন্ট ভাগ পেয়েছে। এ পর্যন্ত একটি ম্যাচে এবং তবে পুলিশি রিক্রিয়েশন ক্লাব আরো দুটি ম্যাচে ড্র করে মোট পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছে। স্কাইলার্কের পয়েন্ট পাঁচ ম্যাচের শেষে মাত্র তিন।

সদর আন্ত স্কুল মহিলা টি -২০ চ্যাম্পিয়ন বড়দোয়ালী স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। যোগ্য দল হিসাবেই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল বড়দোয়ালী স্কুল। প্রতিরোধ হীন ভাবেই প্রতিপক্ষ আসাম রাইফেলসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট দখল করে নেয় বড়দোয়ালী। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত সদর আন্ত স্কুল মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ফাইনাল ম্যাচে বৃহস্পতিবার আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে শিরোপা দখলের লক্ষ্যে এই দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়।সকালে উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে আসাম রাইফেলস টসে জিতে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জয়ের জন্য বড় রানের টার্গেট দিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু দলের ব্যাটসম্যানরা উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যর্থ। নির্ধারিত ২০ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ২৩ রানের সাহায্যে ইনিংসে মাত্র ৭৬ রান তুলতে সক্ষম হয় আসাম রাইফেলস।

দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চিরতিনা রেমার ১৮ রান ও অনুষ্কা টুডুর অপরাজিত চৌদ্দ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। চ্যাম্পিয়ন দলের বোলারদের মধ্যে বল হাতে নিয়ে একটি করে উইকেট পেল অস্মিতা দেবনাথ, অনুভা পাল, তুলসী দাস ও ঋত্বিকা পাল। জবাবে জয়ের জন্য ৭৭ রানের টার্গেট নিয়ে বড়দোয়ালী স্কুলের মেয়েরা ব্যাট করতে নেমে মাত্র একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ৭৮ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে। চ্যাম্পিয়ন দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান অনুভা পাল ও অস্মিতা দেবনাথের অপরাজিত যথাক্রমে ২০ রান ও ৩০ রানের সাহায্যে এদিন কার্যত জয় ছিনিয়ে নেয় বড়দোয়ালী।

শুভমনের মতোই শৃঙ্খলাভঙ্গে অভিযুক্ত আর্চার, টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনের আগেই শাস্তি পেতে পারেন

সব ঠিক থাকলে চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হওয়ার কথা জফ্রা আর্চারের। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। তবে তার আগে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ইংল্যান্ডের জোরে বোলার। সাসেক্সের হয়ে ডারহ্যামের বিরুদ্ধে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ খেলতে নেমে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। আর্চারের বিরুদ্ধে উঠেছে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ।

কাউন্টি ম্যাচটিতে প্রথমে ব্যাট করে সাসেক্স। আর্চার করেন ৩৪ বলে ৩১ রান। পরে বল হাতে ৩২ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। চার বছর পর লাল বলের ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামা আর্চারের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক বলেই মনে করছেন ইংল্যান্ডের নির্বাচকেরা। তবে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনের আগেই বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি।

ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিয়ম অনুযায়ী, কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে নির্দিষ্ট রঙের মোজা পরতে হয় ক্রিকেটারদের। সাদা বা হালকা ধূসর রঙের মোজা ব্যবহার করা যায়। অন্য কোনও রঙের মোজা পরে খেলা যায় না। অথচ আর্চার কালো রঙের মোজা পরে খেলছেন। যা ম্যাচ অফিসিয়ালদের চোখে ধরা পড়েছে। এই শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তি পেতে হতে পারে আর্চারকে।কেমন শাস্তি পেতে পারেন আর্চার? ইসিবির নিয়ম অনুযায়ী, দু'রকম শাস্তি হতে পারে জোরে বোলারের। শুধু সতর্কিত হতে পারেন।

আবার জরিমানাও হতে পারে তাঁর। আর্চার যদি ম্যাচ রেফারিকে বোঝাতে পারেন, মোজার রঙের নিয়ম সম্পর্কে জানতেন না, তা হলে তাঁকে শুধু সতর্ক করা হবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ম্যাচ রেফারির যুক্তিগ্রাহ্য মনে না হলে জরিমানা দিতে হবে।ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্টে একই অভিযোগ উঠেছিল শুভমন গিলের বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) পোশাক-বিধি ভঙ্গ করেন শুভমন। শুক্রবার ম্যাচের প্রথম দিন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ব্যাট করতে নামেন কালো রঙের মোজা পরে। আইসিসির ১৯.৪৫ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, টেস্ট ম্যাচে সাদা পোশাকের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় সাদা, হালকা ধূসর অথবা ক্রিম রঙের মোজা। এ ছাড়া অন্য কোনও রঙের মোজা ব্যবহারের নিয়ম নেই। শুভমনের মতো আর্চারের বিরুদ্ধেও ঠিক একই অভিযোগ। পোশাক-বিধি নিয়ে ইসিবি কর্তাদের মনোভাব একটু কড়া। তাঁরা এ ব্যাপারে খানিকটা সংরক্ষণশীল। তাই টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনের আগে শাস্তি পেতে হতে পারে আর্চারকে।

৯ বছরের ভারতীয় দাবাড়ুর কাছে হারতে হারতে বাঁচলেন কার্লসেন, গুকেশের পর অঘটন ঘটালেন আরিত

হেরেই যাচ্ছিলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। কোনও মতে বাঁচলেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু। উল্টো দিকে ছিল মাত্র ন'বছরের আরিত কপিল। তার বিরুদ্ধেই লজ্জার মুখে পড়েছিলেন কার্লসেন। 'আর্লি টাইটেল্ড টিউসডে' নামক একটি দাবা প্রতিযোগিতায় এমনটাই দেখা গেল।

জাতীয় পর্যায়ে অনূর্ধ-৯ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আরিত। কার্লসেনের বিরুদ্ধে খেলতে বসে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুকে চাপে ফেলে দিয়েছিল সে। খুদে দাবাড়ু পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে প্রায় হারিয়েই দিয়েছিল। কিন্তু সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় সুবিধাজনক জায়গায় থাকলেও কার্লসেনকে হারাতে পারেনি সে। হারের মুখ থেকে ম্যাচ ড্র করে স্বস্তি পান কার্লসেন।প্রতিযোগিতাটি ছিল অনলাইনে। আরিত খেলছিলেন জর্জিয়ার একটি হোটেল থেকে। সেখানেই অনূর্ধ-১০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে সে। প্রথম দু'টি পর্বে জিতেছে। তৃতীয় পর্বের ম্যাচ খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে।কার্লসেনের সঙ্গে ড্র করলেও প্রতিযোগিতা জিততে পারেনি আরিত। ১০ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতের ভি প্রণব। কার্লসেন পেয়েছেন ৯.৫ পয়েন্ট। একই পয়েন্ট পান হান্স মোকে নিয়েমানও। টাইব্রেকারে জিতে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন তিনিই।কিছু দিন আগে ভারতের গুকেশের বিরুদ্ধে হেরেছিলেন কার্লসেন। নরওয়ে ওপেনের ষষ্ঠ রাউন্ডে কার্লসেনের বিরুদ্ধে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় পিছিয়ে ছিলেন গুকেশ। সেখান থেকে ফিরে আসেন ভারতীয় দাবাড়ু।তাঁর কাছে হার মানতে পারেননি কার্লসেন। রেগে টেবিলে ঘুষি মেরেছিলেন তিনি।

হারার পর দিনই ভারতীয় দল থেকে ছাঁটাই জোরে বোলার, কাকে ছেড়ে দেওয়া হল?

ভারতীয় দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল হর্ষিত রানাকে। প্রথমে ১৮ জনের দলে রাখা হয়নি তাঁকে। পরে দলে নেওয়া হয়। কিন্তু একটি টেস্ট হওয়ার পরেই ছেড়ে দেওয়া হল। কেন নেওয়া হল, কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হল হর্ষিতকে?হেডিংলে টেস্টের সময় দলের সঙ্গে ছিলেন হর্ষিত। কিন্তু দল বার্মিংহাম যাওয়ার বাসে উঠলেও, সেখানে তাঁকে দেখা যায়নি। বার্মিংহাম যেতে সময় লেগেছে তিন ঘণ্টা। সেখানেই দু'দিন বিশ্রাম নেবে দল। দ্বিতীয় টেস্টের আগে হর্ষিতকে ছেড়ে দেওয়া প্রসঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীর বলেন, "প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে আমার কথা হয়নি। আমি কথা বলব। দলে কয়েক জনের চোট ছিল।

সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেটে রাজ্য জুড়ে আজ ৬টি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্লেট গ্রুপে আগামীকাল ৪ মাঠে চারটি ম্যাচ। এলিট গ্রুপেও দুটি ম্যাচ রয়েছে দুই মাঠে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪-২৫। এলিট গ্রুপে এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচ হয়েছে। উদয়পুর ৯ উইকেটের ব্যবধানে বিশালগড়কে, সদর দুই উইকেটের ব্যবধানে মোহনপুরকে, কৈলাশহর ১৬৯ রানের ব্যবধানে শান্তির বাজার এবং তেলিয়ামুড়া ৫৯ রানের ব্যবধানে কমলপুর কে হারিয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে এককদম এগিয়ে রয়েছে।

প্লেট গ্রুপের খেলায় এ পর্যন্ত ছয়টি ম্যাচ হয়েছে। গ্রুপ এ তে জিরানিয়া পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে মুল পর্বের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। সাব্রুম এবং সোনামুড়া একটি করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। গ্রুপ বি তে ধর্মনগরের অবস্থান অনেকটা ভালো পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হয়ে। আমবাসা এবং কাঞ্চনপুর একটি করে ম্যাচে জয়ী হয়েছে। আগামীকাল বিলোনিয়াতে সাব্রুম খেলবে খোয়াইয়ের বিরুদ্ধে। উদয়পুরে বিলোনিয়া এবং সোনামুরা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অমরপুরে খেলা হবে গন্ডাছড়া বনাম অমরপুরের মধ্যে। ধর্মনগরে আমবাসা এবং কাঞ্চনপুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। এলিট গ্রুপের খেলায় মেলাঘরে উদয়পুর এবং শান্তিরবাজার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সদর এবং তেলিয়ামুড়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

দীঘালিয়া স্কুল মাঠে শুরু সীমিত ওভারের ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। মোহনপুর মহকুমার দিঘালীয়া স্কুল মাঠে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হলো বাসুদেব সাহা স্মৃতি টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন ত্রিপুরার রিয়েল এস্টেট রেগুলার অথরিটির চেয়ারপার্সন তাপস কুমার দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীঘালিয়া স্কুলের শিক্ষক রতন সাহা। সূচনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অসিত দাস। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অংশ নেয় প্লেয়িং এলিভেন ও হেল্প মি। ম্যাচে প্লেয়িং এলিভেন ট্রসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৩৬ রান। জবাবে জয়ের জন্য ১৩৭ রানের টার্গেট নিয়ে হেল্প মি ১০ ওভারে পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে ১০৯ রান তুলতে সক্ষম হয়। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে প্লেয়িং এলিভেন ২৭ রানে জয়ী হয়। দুই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্তর পাল অপরাজিত ৩৯ রান করে উদ্বোধনী ম্যাচে সেরা ক্রিকেটারের সম্মানে সম্মানিত হয়।

এক দিনে পড়ল ১৪ উইকেট! ১৮০ রানে শেষ অস্ট্রেলিয়া, স্বস্তিতে নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজও

টেস্টের প্রথম দিনে পড়ল ১৪ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমনটাই ঘটল ব্রিজটাউনে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যর্থ হন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারেরা। ট্রেভিস হেড এবং উসমান খোয়াজা লড়াই করলেও দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে পারেননি। যদিও ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটারেরাও তেমন স্বস্তিতে নেই।বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারের পর প্রথম বার টেস্ট খেলতে নেমেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই দলের স্টিভ স্মিথ এবং মার্নাস লাবুশেন দলে নেই।

ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে আরও চার দল, ব্রাজিলের চার দলই শেষ ১৬-য়

ক্লাব বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে ব্রাজিলের চার ক্লাব। সেই চার দলই জায়গা করে নিল প্রতিযোগিতার শেষ ১৬ পর্বে। আগেই জায়গা করে নিয়েছিল পামেইরাস এবং বোটাফোগো। এ বার জায়গা করে নিল ফ্লু মিনেন্স এবং ফ্ল্যামেঙ্গো।ব্রাজিল ফুটবল দল আন্তর্জাতিক স্তরে শেষ কয়েক বছরে তেমন সাফল্য পায়নি। কিন্তু সেই দেশের চারটি দল ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ১৬-য় জায়গা করে নেওয়ায় আগামী দিনে কিছুটা আশার আলো দেখতে পারে ব্রাজিল। আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ক্লাবগুলি সাফল্য পেলে দলের স্থানীয় ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যা সাহায্য করবে ব্রাজিলকে।ব্রাজিলের চারটি ক্লাব পরের পর্বে গেলেও পারল না আর্জেন্টিনার রিভার প্লেট। ইন্টারমিলানের বিরুদ্ধে ০-২ গোলে হেরে গেল তারা। ফলে গ্রুপে তিন নম্বরে শেষ করে রিভার প্লেট। গ্রুপ ই থেকে পরের পর্বে গিয়েছে ইন্টার এবং মন্টেরে। মেক্সিকান ক্লাব মন্টেরে ৪-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে উরাওয়া রেডসের বিরুদ্ধে।গ্রুপ এফ-এর দু'টি ম্যাচে ডর্টমন্ড এবং ফ্লুমিনেন্স পরের পর্বে গিয়েছে। ডর্টমন্ড ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে উলসানকে। ফ্লুমিনেন্স ড্র করে মামেলোডি সানডাউন্সের সঙ্গে।বৃহস্পতিবার চারটি ম্যাচ রয়েছে। সেই চারটি ম্যাচেই ঠিক হয়ে যাবে পরের পর্বে আর কোন চার দল যাবে। রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে রেড বুল সালসবার্গের বিরুদ্ধে। আল হিলাল খেলবে পাচুকার বিরুদ্ধে। দু'টি ম্যাচই হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে। রাতে খেলবে জুভেন্টাস। তাদের বিরুদ্ধে খেলবে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। অন্য ম্যাচে, আল আইন খেলবে উইদাদ এসি-র বিরুদ্ধে।

বোল্ড হয়ে ডিআরএসের আবেদন! আমেরিকার ক্রিকেটে ব্যাটারের কাণ্ডে বিস্ময়, কেন এমন করলেন?

মেজর লিগ ক্রিকেটে প্রথম বলেই বোল্ড হওয়ার পর ডিআরএসের আবেদন মিচেল ব্রেসওয়েলের। এমআই নিউ ইয়র্কের হয়ে ব্যাট করছিলেন তিনি। ম্যাচ ছিল সান ফ্র্যান্সিসকো ইউনিকর্নের বিরুদ্ধে। রোমারিও শেফার্ডের বলে বোল্ড হওয়ার পর তিনি ডিআরএসের আবেদন করায় মাঠের সকলে বিস্মিত হন।শেফার্ড বৈধ বলই করেছিলেন। আম্পায়ার 'নো' ডাকেননি। তাই ব্রেসওয়েলের আউট নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। সাধারণত ক্যাচ বা এলবিডব্লউ আউটের ক্ষেত্রে ডিআরএস নেন ব্যাটারেরা। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে তাঁরা রিভিউয়ের আবেদন করেন। তৃতীয় আম্পায়ার টেলিভিশন রিপ্লে দেখে এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত জানান। অনেক সময় দেখা যায় মাঠের আম্পায়ারের দেওয়া আউটের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। সে ক্ষেত্রে বেঁচে যান ব্যাটারেরা। কিন্তু বৈধ বলে বোল্ড হয়ে ডিআরএস নেওয়ার কোনও অবকাশ থাকে না। অথচ ঠিক সেটাই করেছেন ব্রেসওয়েল।কেন বৈধ বলে বোল্ড হয়ে ডিআরএস নিয়েছেন ব্রেসওয়েল? রিভিউয়ের আবেদন করার পর নিজেই হেসে ফেলেন নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটার। বুঝতে পারেন ভুল করে ফেলেছেন। ডিআরএসের আবেদন করা ঠিক হয়নি। ভুল বুঝতে পেরে আর দাঁড়াননি। অপেক্ষা করেননি তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্য। হাঁটতে শুরু করে দেন সাজঘরের দিকে। ফিরিয়ে নেন নিজের আবেদনও। মেজর লিগ ক্রিকেটের এই ঘটনার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।এই ম্যাচে জিততে পারেননি ব্রেসওয়েলেরা। প্রথমে ব্যাট করে সান ফ্র্যান্সিসকো ইউনিকর্ন করে ৪ উইকেটে ২৪৬। জবাবে এমআই নিউ ইয়র্কের ইনিংস শেষ হয় ১৯৯ রানে।

ক্রিকেটের বাইরে বড় দায়িত্বে রিঙ্কু, যোগী সরকারের সম্মান অখিলেশের দলের হবু জামাইকে

ক্রিকেটার রিঙ্কু সিংহ এখন উত্তরপ্রদেশের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বে ভারতীয় ক্রিকেটার। রিঙ্কুকে সম্মান জানানোর জন্যই এই পদক্ষেপ যোগী আদিত্যনাথের বিজেপি সরকারের। যদিও রিঙ্কু বিয়ে করতে চলেছেন বিরোধী দল সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজকে। অখিলেশ যাদবের দলের জামাই হতে চলেছেন রিঙ্কু।উত্তরপ্রদেশ সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া খেলোয়াড়দের সম্মান জানানো হয়। সেই অনুযায়ী রিঙ্কুকে সম্মান জানিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।১৯৯৭ সালে জন্ম রিঙ্কুর। আলীগড়ের এক দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তিনি। রিঙ্কুর বাবা বাড়ি বাড়ি সিলিন্ডার বিলি করতেন। বাবাকে সাহায্য করতেন রিঙ্কুও। কিন্তু ক্রিকেট থেকে কখনও দূরে সরে থাকেননি তিনি। আন্তর্জাতিক স্কুল প্রতিযোগিতায় খেলে প্রথম নজর কেড়েছিলেন রিঙ্কু। জায়গা করে নেন আইপিএলে। ২০২৩ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ভাল খেলে জায়গা করে নেন ভারতীয় দলেও। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত দু'টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৩৩টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন রিঙ্কু।ক্রিকেট কেরিয়ারের মাঝেই ব্যক্তিগত জীবনে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন রিঙ্কু। বিয়ে করবেন প্রিয়াকে।সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রিঙ্কুর বাগদত্তা। ১৮ নভেম্বর বারাণসীতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। যদিও সেই সময় ভারতীয় দলের খেলা থাকায় আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছেন রিঙ্কু।

কেন মুম্বই ছাড়তে চাইছেন? জানিয়ে দিলেন 'অবাধ্য' ক্রিকেটার পৃথ্বী

মুম্বই ছাড়তে চান পৃথ্বী শ। অনাপত্তিপত্র চেয়ে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) কাছে আবেদন করেছেন তরুণ ব্যাটার। কেন অন্য দলের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে চাইছেন তিনি? এমসিএকে লেখা চিঠিতেই কারণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন 'অবাধ্য' ক্রিকেটার ফর্মে না থাকা, ফিটনেস সমস্যা, শৃঙ্খলা মেনে না চলা এমন নানা কারণে মুম্বই দল থেকে বার বার বাদ পড়ছিলেন পৃথ্বী। তাঁকে বুঝিয়েও লাভ হয়নি। 'অবাধ্য' পৃথ্বীকে নিয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল মুম্বইয়ের সাজঘরে। কোচিং স্টাফেরা এমসিএ কর্তাদের কাছে একাধিক বার অভিযোগও জানিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে মুম্বইয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল পৃথ্বীর ক্রিকেট ভবিষ্যত। এর মধ্যেই অন্য একটি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পৃথ্বীকে তাদের হয়ে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে। সেই প্রস্তাব কাজে লাগাতেই মুম্বই ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৃথ্বী।এমসিএকে দেওয়া চিঠিতে ২৫ বছরের ক্রিকেটার লিখেছেন, "মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ আমি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করার মূল্যবান সুযোগ পেয়েছি। সে সময় প্রচুর সমর্থন পেয়েছি। এমসিএর ক্রিকেট পরিকল্পনার অংশ হতে পারে অত্যন্ত সম্মান এবং সৌভাগ্যের। মুম্বইয়ের হয়ে খেলে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।" পৃথ্বী আরও লিখেছেন, "ক্রিকেট কেরিয়ারের একটি সন্ধিক্ষণে রয়েছি আমি। এই সময়ে অন্য একটি রাজ্য সংস্থার হয়ে পেশাদার ক্রিকেট খেলার প্রস্তাব পেয়েছি। এই সুযোগটা খুবই আশাব্যঞ্জক। আমার বিশ্বাস, ক্রিকেটার হিসাবে আমার উন্নতিতে এই সুযোগটা ইতিবাচক অবদান রাখবে। এ জন্যই আমাকে অনাপত্তিপত্র দেওয়া আবেদন জানাচ্ছি। যাতে আসন্ন ঘরোয়া মরসুমে ওই রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।" এমসিএকে দেওয়া চিঠিতেই পৃথ্বী পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাওয়ার জন্যই অন্য দলের হয়ে খেলতে চান। উল্লেখ্য, ৫৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৫৫৬ রান রয়েছে পৃথ্বীর ঝুলিতে।

প্রয়াত প্রাক্তন অলিম্পিয়ান লক্ষ্মীকান্ত দাস, মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর

প্রয়াত প্রাক্তন অলিম্পিয়ান লক্ষ্মীকান্ত দাস। দীর্ঘদিন লক্ষ্মীকান্ত বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় কাসুন্দিয়া বৈষ্ণবপাড়া লেনে নিজের বাড়িতেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।লক্ষ্মীকান্ত ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছাত্র অবস্থাতেই ভারত্তোলন (ওয়েট লিফটিং)- এ আগ্রহী হন। প্রথমে রাজ্যের হয়ে পরে দেশের সমস্ত প্রথম সারির ভারত্তোলন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১১ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। এর পাশাপাশি ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক্স এবং ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকসে ৬০ কেজি বিভাগে ভারত্তোলনে অংশ গ্রহণ করেন। রোমে তিনি ৩১৬ কেজি ওজন তুলে ১২ তম এবং টোকিওতে ৩৩২.৫ কেজি তুলে ১৩ তম স্থান অধিকার করেন।খেলা ছাড়ার পর তিনি রাজ্য কোচের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রশিক্ষণে বেশ কয়েক জন নামি ভারত্তোলক উঠে আসেন। ১৯৬২ সালে লক্ষ্মীকান্ত অর্জুন পুরস্কার পান।এ দিন তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্রিড়াজগতে শোকের ছায়া নেমে আসে

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

জনজাতি পরিচয়কে মজবুত করাই লক্ষ্য : কৃষি মন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ জুন: জনজাতি পরিচয়কে মজবুত করাই লক্ষ্য। এক্ষেত্রে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে হলে জনজাতি এলাকার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। আজ রাজ্যের সকল অংশের জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।জনজাতীয় গৌরব বর্ষ — ধরতি আবা জন ভাগীদারি অভিযান-এর অংশ হিসেবে আজ লেফুঙ্গা ব্লকে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে জনজাতি সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, এই বিশেষ উদ্যোগের লক্ষ্য জনজাতি পরিচয়কে মজবুত করা, প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার স্কুল , বাজার, সড়ক, হাসপাতাল, বিনামূল্যে রেশন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা লেফুঙ্গা স্কুলে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করেছি, সেটাই তার উদাহরণ। যদি আমরা জনজাতি এলাকাগুলির উন্নয়ন করি, তাহলেই 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' বাস্তবায়িত হবে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একযোগে সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে মাথাপিছু আয় বেড়েছে এবং বর্তমানে রাজ্য আর্থিক সংকটে নেই। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জনসাধারণের কল্যাণে একাধিক প্রকল্প চালু করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হল প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা। 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সবাইকে নিয়ে কাজ করছে। আমরা কখনও রাজনৈতিক রং দেখে সুবিধা প্রদান করি না', বলেন কৃষি মন্ত্রী। এই উপলক্ষে আধার কার্ড, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট , বিবাহ সনদ ইত্যাদি জারি করা হয়। পাশাপাশি কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। মন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিন ৩০ জন জনজাতি তাঁতিকে তাঁতযন্ত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লেফুঙ্গা বি.এ.সি.র ভাইস চেয়ারম্যান বুদ্ধ দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, কৃষি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাজীব দেববর্মা, উপ-অধিকর্তা রণজিৎ কুমার দাস, সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা, দীপক দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও নরেন্দ্র রিয়াং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেফুঙ্গা বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা। শিবিরে কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছের চারা, হস্ততাঁত দপ্তর থেকে তাঁত সামগ্রী, মৎস্য দপ্তর থেকে আইসবক্স বিতরণ করা হয়। অতিথিরা সামগ্রীগুলিকে সুবিধাভোগীদের হাতে তুলে দেন। মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১২০টি ইনকাম সার্টিফিকেট, ২৫টি ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১০টি রেশন কার্ডে নতুন নাম নথিভুক্ত করা ও ৩০টি আধার কার্ড আপডেট করা হয়। এছাড়া ৪৩টি এস.টি. সার্টিফিকেট, ৫৮টি পি.আর.টি.সি. সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে ৪০৩ জনকে গৃহপালিত পশুপাখির জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ২০ জন রোগীর চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। ২৩ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া হয়।

শহরে ট্রাফিক পুলিশের অভিযান বাজেয়াপ্ত বহু বাইক, স্কুটি

আগরতলা, ২৬ জুন: শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর। যে সমস্ত যানবাহনের সঠিক কাগজপত্র নেই তাদেরকে জরিমানা করা হচ্ছে এবং মামলা নেওয়া হচ্ছে। আজ উত্তর গেট, আরএমএস চৌমুহনী, এডিনগর, পোস্ট অফিস চৌমুহনী এবং আশ্রম চৌমুহনীতে অভিযানে নেমে একথা বলেন ট্রাফিক পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির।

এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির এবং অন্যানরা। এদিন এসপি বলেন, শহরের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র এলাকায় গাড়ি মোটর বাইক স্কুটি সহ নানান যানবাহন যেখানে খুশি সেখানেই পার্কিং করে চলছে জনগণ। মূলত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে আজকের এই অভিযান। বেশ কিছু দিন যাবৎ দেখা যাচ্ছে রাজধানীর বেশ কিছু জায়গায় রাস্তায় বেআইনিভাবে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। তাতে যানযট সৃষ্টি হচ্ছে। বেশ কিছু বাইক, স্কুটি ও গাড়িকে আটক করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আগরতলার উত্তর গেট, আরএমএস চৌমুহনী, এডিনগর, পোস্ট অফিস চৌমুহনী এবং আশ্রম চৌমুহনীতে একসঙ্গে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে ২৬টি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া নম্বর প্লেটে কারচুপি করা হয়েছে এমন ৬৫টি যানবাহন চালককে জরিমানা করা হয়। ট্রাফিক পুলিশ সুপার জানান জানান, শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশে এই অভিযান করা হয়েছে। আগামী দিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে বলে জানান তিনি।

আগামীকাল চিন্ময় হরিহর বিদ্যালয়ের উদ্বোধন ও চিন্ময় সুন্দরায়ী মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৬ জুন : চিন্ময় মিশন, পূজ্য গুরুদেব স্বামী চিন্ময়ানন্দজী দ্বারা ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক ও শিক্ষামূলক সংস্থা, সমাজ তথা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে চলেছে। বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান -স্কুল, কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ চিন্ময় মিশন যুগপৎ একাডেমিক উৎকর্ষতা এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ একটি সমগ্রিক শিক্ষাদানের পথিকৃৎ।

এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, চিন্ময় মিশন ত্রিপুরা গর্বের সাথে ঘোষণা করছে মোহনপুর, ত্রিপুরায় চিন্ময় হরিহর বিদ্যালয়-এর শুভ উদ্বোধন। এটি একটি নিঃশুল্ক ইংরেজি মাধ্যম সিবিএসই স্কুল, যেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, পাঠ্যসামগ্রী ও ইউনিফর্ম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র নার্সারি বিভাগ অর্থাৎ প্রি-কেজি, এলকেজি এবং ইউকেজি ক্লাস চালু হবে। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয় ধাপে ধাপে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে।

এই বিদ্যালয়টি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি শক্তিশালী শিক্ষাগত ভিত্তি প্রদান করবে এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠন ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

বিদ্যালয় উদ্বোধনের পাশাপাশি, চিন্ময় মিশন ত্রিপুরা চিন্ময় সুন্দরায়ী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানও পালন করবে। এটি একটি অনন্য ওপেন-টু-স্কাই (আকাশমুখী) মন্দির হবে, যা দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মহাশক্তির প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ নির্মিত হবে। এই আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি নিঃশব্দ ধ্যান ও ভক্তির জন্য একটি পবিত্র স্থান হিসেবে কাজ করবে। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও আইন বিভাগ মন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা।

এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় ব্ল্যাক বক্স থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার চলছে জোরকদমে

নয়াদিল্লি, ২৬ জুন : এয়ার ইন্ডিয়া বিমান এআই-১৭১ দুর্ঘটনার পর ভারত সরকারের অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা-র শিকাগো কনভেনশন ১৯৪৪ এবং 'এয়ারক্রাফ (ইনভেস্টিগেশন অফ আকসিডেন্টস এন্ড ইন্সিডেন্টস) বিধিমালা, ২০১৭'-এর অধীনে ভারত একজন স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এই তদন্ত চালায়। ১৩ জুন এএআইবি একটি বহুবিষয়ক তদন্ত দল গঠন করে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন মহাপরিচালক, এএআইবি। এই দলে রয়েছেন একজন বিমান চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, একজন এটিসি অফিসার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড-এর প্রতিনিধিরা। বিমানটির নকশা ও উৎপাদনের দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র এই তদন্তে অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে।

ফ্লাইটের দুটি ব্ল্যাক বক্স — ককপিট ভয়েস রেকর্ডার ও ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার — যথাক্রমে ১৩ জুন একটি ভবনের ছাদ থেকে ও ১৬ জুন ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়। ব্ল্যাক বক্সগুলির নিরাপদ সংরক্ষণ, পরিবহন ও সুরক্ষার জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। আহমেদাবাদে এই ডিভাইসগুলি ২৪ ঘণ্টা পুলিশি নিরাপত্তা ও সিসিটিভি নজরদারিতে রাখা হয়। ২৪ জুন ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে সুরক্ষিতভাবে ব্ল্যাক বক্সগুলি দিল্লি নিয়ে আসা হয়। প্রথম ব্ল্যাক বক্সটি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে দুপুর ২টা নাগাদ এএআইবি ল্যাবে পৌঁছায়। দ্বিতীয় ব্ল্যাক বক্সটি বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে আরেকটি এএআইবি দলের মাধ্যমে ল্যাবে পৌঁছে।২৪ জুন সন্ধ্যায় এএআইবি ও এনটিএসবি-এর প্রযুক্তিগত সদস্যদের সমন্বয়ে ডেটা উত্তোলন শুরু হয়। সামনের ব্ল্যাক বক্স থেকে ক্র্যাশ প্রোটেকশন মডিউল নিরাপদে বের করা হয়। ২৫ জুন সফলভাবে এর মেমরি মডিউল অ্যাক্সেস করে তথ্য ডাউনলোড করা হয়। বর্তমানে সিভিআর ও এফডিআর-এর তথ্য বিশ্লেষণ চলছে। এর মাধ্যমে দুর্ঘটনার পূর্ব মুহূর্তগুলির পুনর্গঠন এবং সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায় ও বিমান নিরাপত্তা আরও জোরদার হয়।এই তদন্তপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক নিয়ম ও ভারতীয় আইনের আওতায় সময়নিষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

খেলার মাঠে নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে আটক তিন

আগরতলা, ২৬ জুন : খেলার মাঠে নেশা সামগ্রী বিক্রি ও সেবন করতে গিয়ে এলাকার যুবকদের হাতে আটক তিন যুবক। ওই ঘটনায় ফটিকরায় থানাধীন ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আটক কৃত তিন যুবকের নাম :ইনামুল আলী (৪২) মনির আলী (২২) তাদের উভয়ের বাড়ি ফটিকরায় থানা এলাকায়।

এবং ড্রাগস সেবনকারী ব্যক্তির নাম শ্যামল দেবনাথ (২৭) তার বাড়ি কৈলাশহর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ২০ থেকে ৩০ টি ড্রাকসের কৌটা ভর্তি উদ্ধার করে স্থানীয় যুবক তারপর পুলিশের কাছে তুলে দেয় স্থানীয় যুবকরা,এবার পুলিশকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সাধারণ মানুষ নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে।

ঝুঁকিতে ঝুলন্ত সেতু, সোনামুড়ায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ নাগরিকদের

আগরতলা, ২৬ জুন : দীর্ঘদিন ধরে সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর নির্মিত ঝুলন্ত সেতু সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে। অভিযোগ, সংস্কার করার নামে টাকা চলে যায় নেতাদের পকেটে। অবিলম্বে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি স্থানীয়দের।

প্রসঙ্গত, বহু আন্দোলনের পর ২০১১ সালে ততালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাত ধরে সোনামুড়া গোমতী নদীর উপর নির্মিত ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন হয়। নদীর দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষক থেকে স্কুল পড়ুয়াদের জন্য এই ঝুলন্ত সেতু অনেক উপকার। প্রতিনিয়ত শত শত মানুষ চলাফেরা করে এই সেতু ধরে। বহু বার খবর প্রকাশ হয় এই বেহাল দশা নিয়ে। প্রতিনিয়ত ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে। তার পর দীর্ঘ এক বছর কেটে গেলেও এখনো মরন ফাঁদ রয়েছে এই সেতুটি কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই সংস্কার নেই। দেখা নেই স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীরও। স্থানীয়রা হুঁশিয়ারি দিয়েছে শীর্ষ সংস্কার না হলে আন্দোলন নামবে তারা।

রথযাত্রা উপলক্ষে ট্রাফিকের নির্দেশিকা জারি

আগরতলা, ২৬ জুন : আগামী ২৭ জুন আগরতলায় রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বিকেল ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরের রথযাত্রা উপলক্ষে যানচলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে ট্রাফিক দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পূর্বাশা, জগন্নাথ জিউ মন্দির ও আশ্রম চৌমুহনী থেকে শুরু হবে প্রধান তিনটি শোভাযাত্রা ।সেক্ষেত্রে নির্ধারণ করা হয়েছে বিকল্প রুট। তাই আপৎকালীন পরিষেবায় নিযুক্ত যানবাহনের জন্য বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিকল্প রাস্তাগুলি হলো - এডিনগর- ফ্লাইওভার- ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী- কের চৌমুহনী- শংকর চৌমুহনী। খ)— জিবি — ইন্দ্রনগর — ধলেশ্বর — মঠ চৌমুহনি — যোগেন্দ্রনগর- বাইপাস। ঘ) জিবি — আইএলএস — এসডিও চৌমুহনি — নন্দননগর — বণিক চৌমুহনি — খয়েরপুর।

ত্রিপুরায় প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ আবাসন করা হয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৬ জুন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশনায় রাজ্যে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ আবাসন করা হয়েছে। আজ সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার অধীনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

বিশালগড় টাউন হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ বিশালগড়ে ৭টি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ৫টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এরআগে মধুপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেছি। এই ১৩টি প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। গত ২০ জুন দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে মোট ১৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে যাই। সেখানেও প্রায় ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা হবে না। সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আর আমরাও ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেই দিশায় কাজ করছি। বিরোধীদের কটূক্তির মধ্যেও কাজের মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের প্রমাণ রাখছি। শুধু ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কয়েক মাসে আমি বিভিন্ন জায়গায় ৬৩৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার অধিক বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। উন্নয়নের শেষ নেই। কিভাবে দেশকে চালাতে হয় সেটা করে দেখাচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের অগ্রাধিকারের বিষয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়ন। এর পাশাপাশি স্বনির্ভরতার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে মাত্র চার থেকে সাড়ে চার হাজার স্বসহায়ক দল ছিল। সেই জায়গায় এখন প্রায় ৫৬,০০০ স্বসহায়ক দল হয়েছে। তাদেরকে ৭০০ কোটি টাকার অধিক রিভলভিং ফান্ড দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক থেকেও ফান্ড দেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। তাদের জন্য ৩৩ু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ছাত্রীদের জন্য সকল রকম ফি মকুব করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পিঙ্ক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি স্টল বণ্টনে মহিলাদের জন্য ৫০ু সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্যের আটটি জেলায় মহিলা পরিচালিত থানা স্থাপন করা হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম জেলায় দুটি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। ১৩৭ জন মহিলাকে টিএসআরে নিয়োগ করা হয়েছে। ত্রিপুরায় প্রায় ৯১ হাজার লাখপতি দিদি হয়েছেন।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে রাজ্যের সম্পদ ব্যবহার করে ত্রিপুরাকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে হবে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে পূর্ণতা লাভ করেছে ত্রিপুরা। সাক্ষরতার হার ৯৫.৬ু। ত্রিপুরা এখন সবদিক দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। আমাদের রাজ্য আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার দিক দিয়েও ভালো অবস্থানে রয়েছে। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় নিচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলিম মা বোনেদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে তিন তালাক প্রথা বিলোপ করেছেন তিনি। এভাবে তিনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫ এ ধারা বিলোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাসনের উপর জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে ত্রিপুরায় প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ আবাসন করা হয়েছে। পানীয়জলের জন্য প্রায় ৮৭ু নল সে জল কর্মসূচি রূপায়ণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগে এই অঞ্চলে উগ্রবাদ কায়েম ছিল। সেই জায়গায় এখন উগ্রবাদীদের সঙ্গে প্রায় ১২টা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সর্বশেষ চুক্তি হয়েছিল ত্রিপুরার এনএলএফটি ও এটিটিএফ এর সঙ্গে। এরমধ্য দিয়ে এখন ত্রিপুরাকে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত রাজ্য বলা যায়। এখন রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যেখানে শান্তি থাকবে সেখানেই উন্নয়ন সম্ভব। আগে খুন, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ আমরা দেখতে পেয়েছি। দুর্নীতি ছাড়াও যে সরকার চালানো যায় সেটা করে দেখাচ্ছে আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

মারুতি গাড়ি ও যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিনজন

আগরতলা, ২৬ জুন : মারুতি গাড়ি ও যাত্রীবাহী অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছে তিনজন ব্যক্তি। আজ দুপুরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া হাতাই কতর ইকো পার্কের সামনে ওই দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দমকলকর্মী আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে টিআর০১এএম০৫৮৪ নম্বরের একটি মারুতি তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া হাতাই কতর ইকো পার্কের দিকে আসছিল। অপরদিকে টিআর০৬-৩৪২০ নম্বরের অটো যাত্রী নিয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ইকো পার্কের সামনে পৌঁছতেই দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের শব্দে এলাকা কেঁপে ওঠে এবং স্থানীয় মানুষজন ছুটে আসেন। দ্রুত খবর দেওয়া হয়েছে তেলিয়ামুড়া দমকলকর্মীদের। তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে দ্রুত তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন পাপিয়া ভট্টাচার্য্য (৪০),স্মৃতি দাস (৪৯) অনিকেত ভট্টাচার্য্য(১৮)। তিনজনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। বর্তমানে তাঁরা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।ওই ঘটনায় অটো রিক্সার চালক অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

জম্পুইজলা বাজারে আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও আরবিএ গোষ্ঠীর মিছিল ও সভা

আগরতলা, ২৬ জুন : জম্পুইজলা বাজারে আত্মসমর্পণকারী এনএলএফ টি ও আরবিএ গোষ্ঠীর মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন এন এল এফ টি প্রেসিডেন্ট বিশ্বমোহন দেববর্মা,উৎপল দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। জানা যায়, বিগত কয়েক মাস পূর্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা হাত ধরে এন এল এফ টি ও আরবিএ জঙ্গিগোষ্ঠী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। জঙ্গি গোষ্ঠীর আত্মসমর্পণে রাজ্যে শান্তির বার্তা বরণ ফিরে আসে। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি গোষ্ঠীর সকল সদস্যদের রাজ্য সরকার একাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে।

তুইসিন্দ্রাই বাজারে আমরা বাঙালীর দুই দিন ব্যাপী পথসভা

তেলিয়ামুড়া, ২৬ জুন : আজ বৃহস্পতিবার তুইসিন্দ্রাই বাজারে আমরা বাঙালী দলের দুই দিন ব্যাপী পথসভা হয়।পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন আমরা বাঙালী দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, গীতাঞ্জলি দাস সহ আমরা বাঙালী দলের অন্যান্য সদস্য বৃন্দ। আজকের পথসভায় বক্তব্য রাখেন গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, দুলাল ঘোষ গীতাঞ্জলি দাস সহ আমরা বাঙালী দলের অন্যান্য প্রতিনিধি গণ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ও ক্ষমতাসীন দলের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন স্বাধীনতার পর থেকেই এই সব দল গুলোর কারণে আজ বাঙালী জাতির অস্তিত্ব গভীর সংকটে ।তারা বাঙালীর ভোটে ক্ষমতায় এলেও বাঙালীর ভবিষ্যত কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছে। নেতাজীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঙালী জাতির প্রতি ছুরি মেরে আসছে। ত্রিপুরার বুকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল অতিরিক্ত উপজাতি তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে বাঙালীর ভবিষ্যত। বাঙালীর অধিকার খর্ব করে দিনের পর দিন জাতির সর্বনাশ করে যাচ্ছে ।আজ বাঙালীকে বার বার বাংলাদেশী বলে কটাক্ষ করলেও ভোটের স্বার্থে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থ করার জন্য এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস নেই। একজন মন্ত্রী কি ভাবে বলতে পারে বাংলাদেশীদের ধরে ধরে পিটিয়ে চামড়া তুলে গাড় ধাক্কা দিয়ে ওপারে দিয়ে আসতে হবে। আমরা চাই না বিদেশের কেউ এসে আমাদের শান্তি বিঘ্নিত করুক। যেমন হাজার হাজার রিয়াং মিজোরাম থেকে প্রাণ রক্ষার তাগিদে এই রাজ্যে এসেছে আবার এই রাজ্যে নাগরিকত্ব পেয়েছে। আজ সারা বিশ্বে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে , ক্ষমতার পালাবদলের পর প্রাণ রক্ষার জন্য ভিন দেশে চলে আসছে। তাদের বিচার বা শাস্তি দেওয়ার অধিকার একমাত্র সরকারের কাছে থাকবে। কেউ ব্যক্তিগত ভাবে হাতে তুলে নিতে পারে না। অপরদিকে আমরা বাঙালী দলের প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন স্বাধীনতার প্রাক মূহুর্ত থেকেই স্বাধীনচেতা বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করে কি ভাবে নেতাজীর নিরুদ্দেশের সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে দেশের ক্ষমতায় বসার ফন্দি করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে বাঙালী জাতিকে উদ্বাস্তু জাতিতে পরিনত করেন ।যার খেসারত দীর্ঘ দশক ধরে বাঙালী জাতি আসাম ত্রিপুরা মণিপুর মেঘালয় উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড বিহার পঃবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে ভোগ করে আসছে। স্বাধীনতার পর থেকে হাজার হাজার বাঙালী খুন হয়েছে,মা বোন ধর্ষিতা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে চলেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা লোভী অর্থলোভী নেতা মন্ত্রীরা এই ব্যাপারে একেবারে চুপ। অপরদিকে দেখুন উপজাতি বা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মানুষ আক্রান্ত কার আগে কে সমবেদনা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাই সকলের কাছে দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ভাবে আহ্বান জানানো হয় আর সময় নষ্ট না করে বাঙালী জাতির অস্তিত্বকে ও নিজের ভবিষ্যৎ কে সুনিশ্চিত করতে হলে আমরা বাঙালী দলের আন্দোলনে সামিল হয়ে জাতির আন্দোলন কে মজবুত করুন।

জিবি হাসপাতালে রাজ্যে প্রথম খাদ্যনালীর জটিল অস্ত্রোপচার

আগরতলা, ২৬ জুন : রাবার প্রসেসিং এর অ্যাসিড খেয়ে খাদ্যনালী নষ্ট হয়ে যাওয়া মধুপুরের কৈয়াঢ়েপার নিবাসী এক যুবকের সফল অস্ত্রোপচার গত ৫ জুন জিবি হাসপাতালে করা হয়েছে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতই যুবকটির নষ্ট হয়ে যাওয়া ইসোভাগাস''র পরিবর্তে বৃহদন্ত্রের একটি অংশ কেটে নিয়ে খাদ্যনালীর জায়গায় বুকের ভেতর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। গেস্ট্রোসার্জারি, কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার সার্জারি (সিটিভিএস) এবং এনাসথোলজি বিভাগের চিকিৎসকরা এই অস্ত্রোপচার করেন। দীর্ঘ ৭ ঘন্টার জটিল অস্ত্রোপচারের পর রোগী ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার পথে। আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের কাউন্সিল হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অস্ত্রোপচারের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকগণ তাদের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরেন।

তারা জানান, ত্রিপুরায় প্রথম এই ধরণের জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। আয়ুখান কার্ড থাকায় এই জটিল অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীর পরিবারকে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। বহিঃরাজ্যের যেকোন বেসরকারি হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার করতে হলে রোগীর পরিবারকে ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা দিতে হত। জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা শংকর চক্রবর্তী, ডেপুটি সুপার ডা অভিজিৎ সরকার, জিবি হাসপাতালের সিটিভিএস বিভাগের ইনচার্জ ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য, গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডা মৃণাল দেববর্মী, ডা দীপঙ্কর শঙ্কর মিত্র প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ।পরিবারের তথ্য অনুযায়ী সিপাহীজলার কৈয়াডেপা মধুপুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস (২৩) গত বছর মার্চ মাসে তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে তার ঘরে থাকা রাবার প্রসেসিং আঅ্যাসিড (ফরমিক অ্যাসিড) খেয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেখা যায় অ্যাসিড খাওয়ার পর তার খাদ্যনালী জ্বলে যাওয়াতে খাদ্যনালী শুকিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। গত দেড় বছর ধরে সে ঠিক ভাবে ভাত ও জল খেতে পারছিল না। গত ৩ জুন বাড়ির লোক তাকে চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসে। গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট ডা মৃণাল দেববর্মী ও ডা. শুভদীপ পাল তার এন্ডোস্কোপি করে খাদ্যনালীর স্ট্রিকচার সনাক্ত করেন। পরে বারবার খাদ্যনালীর ডাইলেটেশন করানো হয়। প্রত্যেক তিন সপ্তাহে একবার এই প্রক্রিয়া করতে হতো। ফলে সাময়িকভাবে রোগী কিছু তরল জাতীয় খেতে পারতো। কিন্তু কিছুদিন পর এই ডাইলেটেসন কাজ বন্ধ করে দেয়। আপাতত, পেটের অন্তে ফুটো করে লিকুইড খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাকে গ্যাস্ট্রোসার্জারি ডিপার্টমেন্টে ডা দীপঙ্কর শংকর মিত্রের কাছে চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়। ডা মিত্র এই জটিল রোগীর ব্যাপারে হাসপাতালের কার্ডিওথোরসিক সার্জন ডা. কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের সাথে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হয় রোগীর শুকিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া খাদ্যনালীর বিকল্প পথ তৈরি করা হবে। সে অনুযায়ী রোগীর ইসোফেজিয়েল বাইপাস সার্জারি করার সিদ্ধান্ত হয়। এতে বৃহদন্ত্রের একটি অংশ কেটে নিয়ে খাদ্যনালীর জায়গায় বুকের ভেতর প্রতিস্থাপিত করা হয়ে থাকে।

এই অপারেশন জিবি হাসপাতাল তথা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার করা হয়। সেই অনুসারে, ডা. মিত্র এবং ডা. ভট্টাচার্যের একটি জয়েন্ট টিম পূর্ব পরিকল্পিতভাবে জিবি হাসপাতালের সিটিভিএস বিভাগের আপারেশন থিয়েটারে গত ৫ জুন সফলভাবে রোগীর খাদ্যনালীতে বৃহদন্ত্র প্রতিস্থাপন করেন। দীর্ঘ সাতঘন্টা ব্যাপী এই অপারেশন ডা. দীপঙ্কর শংকর মিত্র (গ্যাস্ট্রো সার্জন) ডা. কনক নারায়ন ভট্টাচার্যের (কার্ডিওথোরাসিক সার্জন) সঙ্গে ছিলেন ডা. কিশোর, ডঃ কিরণ ও ডা অভিনব, আঅ্যানেস্থেসলজিস্ট ডা. মণিময় দেববর্মা ডা সুরজিৎ পাল। অন্যান্য ওটি এইম সদস্য ছিলেন সুদীপ্ত মন্ডল-ফিজিশিয়ান এসিস্ট্যান্ট, ওটি আসিস্ট্যান্ট জয়দীপ চক্রবর্তী ও রতন মন্ডল, ওটি নার্স সৌরভ শশীল, মৌসুমী দেবনাথ ও অস্থা বাহাদুর জমাতিয়া। এই ধরণের জটিল অপারেশনে রোগীর বৃহদন্ত্রের এক অংশকে কেটে বুকের ভেতর হার্টের সামনে দিয়ে গলায় অক্ষত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ। খেয়াল রাখতে হয় যাতে বৃহদন্ত্রের রক্ত চলাচল অক্ষুন্ন থাকে এবং পরবর্তীতে সেই নতুন অঙ্গ খাদ্যনালীর কাজ করে। বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল, সুস্থ হওয়ার পথে। ধীরে ধীরে একটু একটু করে রোগী তরল খাদ্য খেতে পারছেন। তার বেরিয়াম সিটি স্ক্যান হবে এবং সে এখন চুটির অপেক্ষায়। এ ধরণের অপারেশন জিবিপি হাসপাতালে প্রথম ও সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট রোগীর পরিবারের লোকজন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সবাই খুশি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas